রেজিষ্টার নং৭৭ Registered No. 77 রেজিষ্টার নং৭৭

3. DELY CALCUTTA NOV: 18.

অমৃত বাজার পত্রিকা

মূল্যঃ—অগ্রিম বার্ষিক ৮৷, ডাক মাশুল ১৷৹, ষাণ্মাসিক ৪৫, ডাকমাশুল ৸৹, ত্রৈমাসিক ৩, ডাক মাশুল ৷৵৹ আনা। অনগ্রিম বার্ষিক ১০৷৹, ডাক মাশুল ১৷৹টাকা
প্রতি খণ্ড ৷৴ বিজ্ঞাপন প্রকাশের মূল্যঃ—প্রতি পংক্তি, প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় বার ৵৹, চতুর্থ ও ততোধিকবার ৶৹আনা। ইংরেজী প্রতি পংক্তি ৷৹আনা।

৯ম ভাগ { কলিকাতাঃ—২রা অগ্রহায়ণ—বৃহস্পতিবার, সন ১২৮৩ সাল ইং ১৬ই নবেম্বর ১৮৭৬ সাল } ৪০ সংখ্যা

—:o:—

বিজ্ঞাপন।

অমৃত রস।

সর্ব্বহিতৈষী পরম কারুণিক এক সন্যাসি হইতে প্রাপ্ত মহৌষধ।

ইহা কেবল কতক গুলিন দেশী ও কতক গুলিন পর্ব্বতজাত বনৌষধী সংযোগে রস প্রস্তুত হইয়া এমন অসাধারণ বহুবিধ রোগ নাশক শক্তি ধারণ করিয়াছে, যে অমৃত রস উপাধিতে প্রতিষ্ঠিত হইয়া বাস্তবিক তদ্রূপ কার্য্য করিতে সমর্থ। কি মহতি আশ্চর্য্য বৃক্ষ, লতা, বল্লী প্রভৃতি বনস্পতিতে বিশ্ব-স্রষ্টা যে কি চমৎকার গুণ প্রদান করিয়াছেন, তাহার নিগূঢ় মর্ম্ম লোকে সবিশষ বিদিত থাকিলে ব্যাধি মন্দির মানব দেহকে নানা প্রকার রোগের যন্ত্রণা দীর্ঘকাল সহ্য করিতে হইত না, এবং অকালে কা-লের বশ হইতেও হইত না।

অপরঞ্চ অমৃত রস কি চমৎকার ঔষধ! ইহা সেবনে অনেকানেক দুঃসাধ্য কষ্ট সাধ্য ও অসাধ রোগও শান্তি হইতে দেখা গিয়াছে এমন কি ক্ষয়, যক্ষা, শুল ও বহুবিধ শীরঃপীড়া, হৃদ্রোগ, শ্বাসকাশ হৃদকম্প, অম্ল-পিত্ত ও, অম্ল-শুল, পুরাতন জ্বর, প্রমেহ, মহামারি জ্বর, উপদংশ, পারদ ঘটিত দোষ মুত্রকৃচ্ছ বহুমুত্র, রক্ত বিকার, প্লীহা, পাণ্ডু, যকৃত ও গৃ-হণী প্রভৃতি সকল প্রকার রোগ প্রতিকারে ইহা অতি উৎকৃষ্ট স্ত্রীলোকদিগের কতক গুলিন বিশেষ রোগ আছে, এ ঔষধ তাহার শীঘ্র প্রতিকারক। সুতিকা, প্রদর, মুচ্ছা, ভৌতিক রোগ, স্বপ্নে ভয় দর্শন প্রভৃতি রোগে স্বচ্ছন্দ। বধেয় মহাপুরুষের এমনও আজ্ঞা আছে, যে যথা নিয়মে ঔষধ সেবন করিলে মৃত বৎসা দোষও থাকিবে না। পরন্তু এমত নি-র্দ্দোষ ঔষধ যে দুগ্ধ পোষ্য শিশুরও সেব্য এবং পর-মোপকারী।

উদাসীনের দত্ত আমার মহৌষধ ইংরাজি ১৮৬৮ শাল হইতে প্রচার হইয়াছে। ইহার পূর্ব্বে কোন বাঙ্গালি কোন প্রকার ঔষধ প্রকাশ করেন নাই। আমার প্রকাশের পরে এই আট বৎসরে যে কতই ইহার নকল হইল, তাহার ইয়ত্তা নাই। কিন্তু আসল ও নকল অনেক বিভিন্ন। পূর্ব্বে পুস্তকাকারে অসংখ্য আরোগ্য সমাচার ছাপান হইয়াছে, এক্ষণে নুতন কয়েক খানি আরোগ্য সমাচার প্রকাশ করা যাইবে।

ছয় ছটাক শিশির মূল্য ৫৷৹ টাকা। যাহা ১৫ পোনের দিন সেবনীয়।

শ্রীহেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
মিশির পোখরা।
বেনারস।

আরোগ্য সমাচার।

মহাশয় আপনার অমৃত রস আমি ১৫০ টাকার আনাইয়াছি; ইহা অতি আশ্চর্য্য ঔষধ বিবিধ দুরূহ রোগে তাহার অদ্ভুত শক্তি দৃষ্ট করিয়া আমরা চমৎকার হইয়াছি। শুল, পুরাতন ও নুতন হাপানি কাশী, জ্বর, যক্ষা, গ্রহণী এবং স্ত্রীলোকের মূচ্ছা রোগে ইহার সম্যক উপাকারিতা দৃষ্ট করা গিয়াছে।

শ্রীকৈলাসচন্দ্র রায় মহাশয়
জমিদার ও অনারেরী মাজিষ্ট্রেট দেহুড়দা
জেলা বালেশ্বর।

আমার কনিষ্ঠা ভগ্নীর জ্বর, প্রদর, অরুচি শরীর ও মস্তক ফোলা, নাক হইতে শীরা বাহির হওয়া, গা, হাত, পা, কামড়ানি, ইত্যাদি নানবিধ পীড়ায়ভ অত্যন্ত কষ্ট পাইতেছিল, মহাশয়ের অমৃত রস সেবনে সম্পূর্ণ আরোগ্য হইয়াছে। আমার প্রতি-বাসী শ্রীযুত প্রাণকৃষ্ণ হালদার জ্বর, বহি, অর্শ অজীর্ণ রোগে অতিশয় কষ্ট পাইতেছিলেন, অজীর্ণ এরূপ হইত যে অন্ন আহারের পনের দিন পরে ঐ অন্ন স্ব আকারে নির্গত হইত, আপনার অমৃত রস সেবন করিয়া আশ্চর্য্য আরোগ্য হইয়াছেন।

শ্রীরামচন্দ্র নন্দী।
মোং তেলীপাড়া, জয়নগর পোঃ আঃ।

আপনার অমৃত রস নামক মহৌষধীর মহৎ গুণ যাহা বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা আমাদের পরীক্ষায় সুন্দর রূপে হৃদ প্রত্যয় হইয়াছে।

শ্রীঅশুতোষ রায়।
মোং কুড়লগাছি, জেলা, নদীয়া।

আপনার প্রেরিত অমৃত রস সেবন করিয়া নানা প্রকার রোগ হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছি, ইহার নিমিত্ত আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞতার সহিত আপনাকে শতং ধন্যবাদ দিতেছি।

শ্রীমতিলাল হালদার।
মোং দারজিলিং।

ইত্যগ্রে মহাশয়ের নিকট হইতে যে অমৃত রস ঔষধ সমভিব্যাহারে আনা হয়, বিগত বৈশাখ মাসের মধ্যে মৎপত্নী নানা প্রকার উৎকট ব্যাধীগ্রস্ত হইয়াছিলেন। এমন কি জীবন রক্ষার কোন উপায় ছিল না এমত অবস্থায় ঐ ঔষধ সেবনান্তর কতিপয় দিবস মধ্যেই আরোগ্য লাভ করিয়াছেন।

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র রায় চৌধুরী জমিদার
মোং বাহালগ্রাম, রহিগঞ্জ পোঃ আঃ।

আপনার প্রকাশিত অমৃত রস আনয়ন করিয়া আমার পরিবারকে সেবন করাণতে অনেক পরিমাণে রোগের উপশম বোধ হইতেছে। শারীরিক দৌর্ব্ব-ল্যতা পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক বিশেষ হইয়াছে, তবে উদরের বেদনা যে একেবারে আমার হইয়াছে তাহা বলিতে পারি না, এক্ষণ যে প্রকার অবস্থা দেখিতেছি, তাহাতে বোধ হয় আরও কিছু অধিক কাল ঔষধ সেবন করাইলে সম্পূর্ণ আরোগ্য হওয়ার সম্ভব। কারণ পীড়াও নিতান্ত অল্প দিনের নহে।

শ্রীশশীভূষণ হালদার, ডেপুটী মাজিষ্ট্রে
মোং মাতাভাঙ্গা জেলা, কুচবেহার।

মহাশয় বৎসরাবধি আমি জ্বর এবং কাশে অত্যন্ত কষ্ট পাইতেছিলাম, ডাক্তারী ও বৈদ্যমতে নানাবিধ ঔষধী ব্যবহার করাতেও পীড়ার কিঞ্চিৎ মাত্র উপশম না হওয়ায় পরিশেষে মহাশয়ের জগৎ পরিচিত অমৃত রস ব্যবহার করাতে সম্যক আরোগ্য লাভ করিয়াছি। আমার যেরূপ উপকার করিলেন ইহাতে মহাশয়ের নিকট চিরকৃতজ্ঞতা পাশে বদ্ধ থাকিলাম, এবং যাহাতে আপনার অমৃত রস এই গ্রামে এবং ইহার চতুপার্শ্বে বিশেষ প্রকারে পরিচিত হয়, তজ্জন্য সর্ব্বদা চেষ্টিত থাকিলাম।

শ্রীরমানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।
মোং হবিপুর, জেলা, দিনাজপুর।

মহাশয় আপনার উদাশীন দত্ব অমৃত রস মহৌষধীর গুণ ভূবন বিখ্যাত, এবং কয়েকটী রোগীকে আশ্চর্য্য আরোগ্য লাভ করিতে দেখিয়া অসীম আনন্দ সাগরে মগ্ন হইয়াছি। না জানি মহাশয় কত প্রাণীকে অকাল কালগ্রাস হইতে মুক্ত করিয়া কতই পুণ্য উপার্জ্জন করিতেছেন, ইহাতে আপনাকে অগণ্য ধন্যবাদ করিতেছি।

শ্রী চৌধুরী প্রতাপনারায়ণ রায় জমিদার।
মোং ডাশবিহা, জেলা, বালেশ্বর

মহাশয়ের ঔষধ আনাইয়া বহুতর ব্যক্তিকে সেবন করানতে প্রায় সকলেরই উপকার হইয়াছে। অতএব কাহাকেও পুরাতন রোগাক্রান্ত দেখিলে আপনার মহৌষধ সেবন করিয়া আরোগ্য লাভ করিতে উপদেশ দিতেছি।

শ্রীনীলকণ্ঠ চট্টোপাধ্যায়
মোং বহুড়ু, মজীলপুর পোঃ আঃ।

আপনার পেরিত পত্র দ্বারায় দিনহরি নন্দীর বিষয় সমুদয় অবগত হইলাম। তিনি নিঃসন্দেহ জুয়াচুরি করিয়াছেন, কারণ আমি তাঁহার নিকট হইতে ২৫ শিশি অমৃত রস গ্রহণ করি তন্মধ্যে ২০টী ঔষধ দ্বারায় সকলেরি উপকার হইয়াছে। শেষ কালে যে ৫টি শিশি লইয়া ছিলাম, এবং যাহাতে বাঙ্গালা টিকীট দেওয়া ছিল, তাহা সেবনে কোন উপকার হয় নাই। অতএব এপ্রদেশে নীচ জাতীর কোন ব্যক্তিকে ব্যবসার জন্য ঔষধ প্রদানে কোন আবশ্যক নাই। তবে যদি শ্রীযুক্ত বাবু নীলকণ্ঠ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এখানে ঔষধ আনয়ন করেন তাহা হইলে আমরা তাঁহার নিকট হইতে গ্রহণ করিব।

শ্রীঅপুর্ব্বকৃষ্ণ সেন কবিরাজ
মোং জয়নগর, মজীলপুর।

ইতিপুর্ব্বে শ্রীনীলকণ্ঠ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের দ্বারায় যে কয়েকটী ঔষধী আনয়ন হইয়াছিল তাহার কোনটীই বিফল হয় নাই, যাকং২হো সেবন করান হইয়াছিল তাঁহারা আরোগ্য লাভ করিয়াছেন।

শ্রীরামচাঁদ বিশ্বাস।
মোং ধাউডীড়, জেলা সাহাবাদ।

অপরাধীর যেরূপ সমুচিত দণ্ড হওয়া বিধেয় উপকারীর প্রতি পুরস্কার ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করাও তদ্রূপ সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। দেখিলাম অনেকেই মহাশয়ের ঔষধীর আশ্চর্য্য গুণ বর্ণনা করিয়াছেন; অতএব আমি যে কিছুকাল ব্যবহার করিয়া ইহার অসামান্য গুণের পরিচয় প্রাপ্ত হইয়াছি, তজ্জন্য কেনই বা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ না করিব, কেনই বা এই অলোক সামান্য প্রাণদায়িনী ঔষধীর গুণ গরিমা বর্ণনে অগ্রসর না হইব। আমার এক প্রিয়বন্ধুর কিছু কাল হইতে শীরপীড়া ছিল। কোন প্রকার চিকিৎসায় তাহা আরোগ্য হয় নাই। ডাক্তার হরিশ্চন্দ্র শর্ম্মার হিম সাগর তৈল ব্যবহার করান হইয়াছিল, কিন্তু তাহাতে উপশম হয় নাই, অবশেষে অনঃন্যোপায় হইয়া মহাশয়ের সন্যাসী দত্ব ঔষধ ব্যবহার করাতে তিনি আরোগ্য লাভ করিয়াছেন।

শ্রীরাজেন্দ্রনাথ দত্ত
মোং রায়না ক্লবের সম্পাদক।

আপনার অমৃত রস নামক ঔষধ সেবনে অনেক ব্যক্তি অতিশয় উৎকট রোগ হইতে মুক্তি লাভ করিয়াছেন ইহা প্রত্যক্ষ দেখিয়া উক্ত ঔষধীর উপর আমার একান্ত বিশ্বাস জন্মিয়াছে।

শ্রীকালীধন চক্রবর্ত্তী
মোং কলিকাতা ওলড কোর্ট হাউস ষ্ট্রীট।

আপনার অনুমতিতে শ্রীমতী মামীঠাকুরাণীকে স্নন ও আহারাদী ব্যবস্থা করিয়া দেওয়ায় এক্ষণে নিদ্রাভাব দূর হইয়াছে আপনার ঔষধী সেবন বিস্তর উপকার দর্শিয়াছে এপর্য্যন্ত সম্পূর্ণ সুস্থাবস্থায় আছে।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রকুমার রায় চৌধুরি
মোং ঢাকা।

ইত্যগ্রে যে ঔষধী আপনার নিকট হইতে আনান হইয়াছিল, তাহা আপনার প্রেরিত নিয়মাবলির নিয়মানুসারে সেবন করাত পূর্ব্বাপেক্ষা অসুস্থের অনেক হ্রাস হইয়া আপাততঃ শরীরের স্ফূর্ত্তি লাভ করিয়াছি।

শ্রীনারায়ণ চন্দ্র চৌধুরী রায় বাহাদুর।
মোং চুড়ামন।

আপনার অমৃত রস এ প্রদেশে অত্যাদরে গৃহীত হইতেছে। এক্ষণে বহুতর বিক্রয় হইবে। যিনি২ সেবন করিয়াছেন, তাঁহাদের রোগের শান্তি হইয়াছে।

শ্রীমধু সুদন শর্ম্মা।
মোং জিয়াগঞ্জ, জেলা, মুরশিদাবাদ।

মহাশয়ের মহৌষধী অত্র স্থানে যিনি২ সেবন করিয়াছেন, সকলেই সুন্দর রূপে আরোগ্য লাভ করিয়াছেন।

শ্রীলোকনাথ দাস বসু।
মোং কটক।

আপনার অমৃত রস মহৌষধীর চমৎকার গুণ। অত্র কাঁথিতে যাহারা সেবন করিয়াছেন, তাহারা সকলেই আরোগ্য লাভ করিয়াছেন।

শ্রীমহেন্দ্র নারায়ণ মাহিতি।
মোং কাঁথি, জেলা মেদনিপুর।

মহাশয়ের অমৃত রস সেবনে দাদা মহাশয়ের বিশেষ উপকার লাভ হইয়াছে। তাঁহার শুল ব্যথা এবং পেটের ডাক আরোগ্য হইয়াছে।

শ্রীপ্রসন্ন কুমার দাস
মোং রত্নপুর জেলা মুরসিদাবাদ।

মহাশয়ের অমৃত রস ঔষধী ভগন্দর রোগে সেবন করান হয় তাহাতে ক্ষত আরোগ্য হইয়াছে, দাগ মাত্র আছে।

শ্রীগোবিন্দ চন্দ্র সেট।
মোং ফাঁসি দেওয়া, জেলা, দারজিলিং।

আমি হেম বাবুর অমৃত রস অনেক রোগে পরীক্ষা করিয়াছি, এবং অনেক প্রকার রোগেতে ইহার অশ্চর্য্য গুণ দেখা যায়। কএক জন রোগী যাহাদের বাঁচিবার কোন ভরসা ছিল না, এই ঔষধী সেবনে আশ্চর্য্য আরোগ্য হইয়াছে।

শ্রীকৈলাসচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ডাক্তার।
৺কাশীধাম।

আপনার জগৎ বিখ্যাত মহোপকারি ঔষধীর গুণ বিষয়ে এ সামান্য লেখনী বা কি বর্ণনা করিতে পারে। সর্ব্বদাই শুনিতেছি, যে আপনার কৃপা গুণে অত্রাঞ্চলের অনেক২ ব্যক্তি করাল কাল রোগের হস্ত হইতে মুক্তি লাভ করিতেছেন। আমরা চাক্ষুষে শ্রীযুত রাধা মোহন মুখোপাধ্যায়কে ভয়ানক সঞ্চিত গ্রহণী রোগ হইতে এবং তাঁহার স্ত্রীকে অনেক দিনের প্রাচীন শ্বাস রোগ হইতে আশু মুক্তি লাভ করিতে দেখিয়া বিশেষ ধন্যবাদ দিতেছি। অমৃত রস নামের স্বার্থকতা সম্পাদন করিতেছে।

শ্রীশ্যামাচরণ মিত্র।
ডেপুটী পোষ্টমাষ্টার, মোং বাঁসড়িহা।

গত বৎসর মহাশয়ের নিকট হইতে অমৃত রস আনাইয়া সেবন করায় আমার যে শুল বেদনা ছিল, তাহা হইতে মুক্তি পাইয়াছি।

শ্রীজয় গোবিন্দ দত্ত।
মোং জতনপুখরী জেলা, জলপাইগুড়ি।

আপনার জগত বিখ্যাত মহৌষধী আমারা একটী রোগীর জন্য এক বার আনাইয়া ছিলাম তাহাতে তাহার বিশেষ উপকার হইয়াছে।

শ্রীরজনীকান্ত সেন।
নেটিভ ডাক্তার—দিনাজপুর।

অত্যাশ্চর্য্য উলাউঠার অমূল্য বটিকা।

সকল প্রকার ঔষধ অপেক্ষা এই ঔষধীর চমৎকার গুণ প্রকাশ হইয়াছে, ইহা দ্বারা অতি অল্প সময়ের মধ্যে রোগ নিবারণ হয়। অধিকাংশ লোক ৫।৬ ঘণ্টার মধ্যে আরোগ্য হইয়াছেন। আমি পূর্ব্বে সহর অম্বালায় বার শত, এবং এ স্থানে আট শত বার জন লোকের দাতব্য চিকিৎসা করিয়াছি, তন্মধ্যে শত করা ৯০ জন রোগীর অধিক আরোগ্য হইয়াছে। ইহা তালিকা দ্বারা প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে।

এই ঔষধীর ৫০ পঞ্চাশ বটিকার মুল্য ৫ টাকা মাত্র, ইহা দ্বারা ২০ নজ রোগী আরোগ্য হইতে পারে।

নিম্ন লিখিত আরোগ্য সমাচার ছাপান যাইতেছে।

শ্রীহেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
মিশির পোখরা, বেনারস।

মহাশয়ের নিকট হইতে গত মাসে যে ঔষধী আনাইয়া ছিলাম তাহা ছয় জন রোগীকে দেওয়ায় উত্তম রূপ আরোগ্য হইয়াছে। বিশুচিকার এমন ঔষধ আর হয় নাই, ছয় ঘণ্টার মধ্যেই সকলে আরোগ্য লাভ করিয়াছে।

শ্রীগোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
নেটিভ ডাক্তার, ছাপরা জেলা আরা।

মহাশয়ের ঔষধের গুণ মৌখিক ভিন্ন পত্রে বর্ণনা করা যায় না একাধীক্রমে ১৮টি ওলাউঠা রোগী আরোগ্য হইয়াছে। অধিকাংশ রোগীকে ২টী বটীকা কোন কোন টীকে ৩টী মাত্র দেওয়া গিয়াছে। মহাশয়ের এ ঔষধ যথার্থ তাহার কোন ভুল নাই, ঐ সকল রোগী অতি দীন হীন লোক, কেবল মহাশয়ের পুণ্যার্থে,এবং প্রশংসা প্রকাশার্থে বিনা মুল্যে দেওয়া গিয়াছে।

শ্রীমহিউদ্দিন।
ইনচার্জ কুরকুরিয়া চা-বাগান, সোনাপুর আসাম

আপনি যে ওলাউঠা রোগের ঔষধ পাঠাইয়া ছিলেন, ঐ ঔষধ ৫ জন রোকেগী দেওয়া হইয়া ছিল, তাহারা সকলেই আরোগ্য লাভ করিয়াছে।

শ্রীরাধাবল্লভ সিংহদেব জমিদার।
মোং কুচয়াকোল জেলা বাঁকুড়া।

আপনার প্রেরিত উলাউঠা ঔষধ প্রাপ্ত হইয়া যার পর নাই বাধিত হইলাম। কয়েক জন রোগীকে ঔষধ ব্যবহার করাইয়া ফল পাওয়া হইয়াছে।

জোনুকল হোসেন, দেওয়ান।
মোং ভালিবপুর, ষ্টেট, বহরমপুর।

আমাদের নিকট কয়েক গ্রামে ওলাউঠার প্রাদুর্ভাব হইয়াছে, আপনার প্রেরিত বটিকার কয়েক জনার আশ্চর্য্য উপকার হইয়াছে।

শ্রীকৈলাশচন্দ্র রায় মহাশয়, জমিদার
য়নারারী মাজিষ্টেট মোং দেহুড়দা,
জেলা বালেশ্বর।

কেদার ঘাটি নিবাসী কাশীনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের স্ত্রীর প্রাতে ৮ ঘটিকার সময় ওলাউঠা হয়, রাত্রি ৮টা পর্য্যন্ত হোমওপ্যাথিক ও এলোপ্যাথি চিকিৎসা করা হয়। পরে মহাশয়ের এক বটিকা সেবন করান হয় কিঞ্চিৎ পরেই ভেদ, বমি, স্থগিত হয়, এবং ১০ টার সময় দ্বিতীয় বটিকা দেওয়া হয়। সে সময় হইতেই সকল পউদ্রব নিবারণ হয়, ১২ টার সময় প্রস্রাব হইয়া তাঁহার সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ হইয়াছে।

শ্রীপ্রেমচাঁদ মুখোপাধ্যায়
সাং গোরুড়েশ্বর, কাশীধাম

আমি আপনার ওলাউঠার বটিকা বামাকালীকে ১১টা রাত্রির সময় সেবন করাই অত্যন্ত আহ্লাদ পূর্ব্বক মহাশয়কে জ্ঞাত করিতেছি যে একটা বটিকা সেবন করাইয়া সকল উপদ্রব শান্তি হয়, প্রাতঃকালে উত্তম রূপ আরোগ্য হইয়াছে।

শ্রীশরচ্চন্দ্র মুখোপধ্যায়।
মোং মিসরপুখরা কাশি

আমার এরূপ ভয়ঙ্কর ওলাউঠা হইয়াছিল যে এক বার ভেদ হওয়াতেই মুচ্ছা যাই, মহাশয়ের বটিক আমার নিকট থাকায় ত নরে করিয়া, আমি অতি অল্প কালের মধ্যেই আরোগ্য হই, পরে অন্যান্য ৫ জন কঠিন রোগীকেও এই ঔষধিতে আরোগ্য করিয়াছি।

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র ঘোষাল
সাং মদনপুরা, কাশীধাম।

I am very glad to say that your cholera pills have cured all the 10 cases in which they were adminte red

Signed D. V. Sapray
Bankipore

I have the honor to inform you that your medicine for cholera was received here, when the disease had nearly disappeared from the Town.

It was however administered in two two cases with successful result.

Signed W R Larmine
Magistrate of Bankura

I am requested by the Maharaja of Burdwan to inform you that during the recent out-break of cholera in this place, your pills were tried in several cases, which occured among the servants of His Highness, and were found to be efficacious.

Signed T. B. Miller
Private Secretary.

The few cholera pills that you kindly gave me when I went to Gya in the cholera season, have wonderfully saved the lives of 13 persons from that fatal disease.

Ram Chunder Pundit
Sanscrit College, Baneres.

Your cholera pills are really infallible. Not being a professional man I was afraid to try your medicine at first, but I administered it in 3 cases given up by the doctors as hopeless. Two of the patients recovered within six hours by using only two pills each. The other a child took one pill which stopped his purging, vommitting, spasm and perspiration, and caused a discharge of urine but unfortunately at this stage his parents gave him some other medicine. The result was the disease relapsed, and the child died.

Two more cases have been cured, by your medicine.

Bepin Behary Dutt
Station Master, Doomrow.

I am directied to say that your cholera pills are being tried by the Civil Surgeon of Rangoon and the result will be communicated to you as soon as a report is received.

Signed E. I. Sinkms B. C. S.
Junior Secretary to the
Chief Commissioner of Burma

I have much pleasure to say that I have been able to cure 80 cholera cases out of 86, by Babu Hem Chunder Banerjea's cholera pills in 1875. I have been examined by the Civil Surgeon of Baneres on this subject, who has retained the papers, in which the result of my treatment is recorded.

Signed Gopee Nath Sorkul
Benares

শিক্ষক।

অর্থাৎ নব্য ভূম্যধিকারীগনের শিক্ষার্থে নৈতিক ও বৈষয়িক উপদেশ মালা। তৎসহ জমিদারী সেরিস্তা বিভাগ; আদালত ও জমিদারিতে নিত্য ব্যবহৃত যাবনিক শব্দের ও আইন ঘটিত শব্দের আকারাদি বর্ণক্রমে সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা এবং ভূমির শ্রেণী বিভাগ সন্নিবেশিত। কলিকাতা আমহার্ষ্ট ষ্ট্রিট যদুগোপাল চট্টোপাধ্যায় এণ্ড কোম্পানির পুস্তকালয়ে, কলেজ ষ্ট্রিট ক্যানিং লাইব্রেরিতে ও বাগবাজার অমৃত বাজার পত্রিকালয়ে প্রাপ্তব্য। মূল্য ১ টাকা। ডাক মাশুল দুই আনা।

কুমার রাজেন্দ্র নারায়ণ রায় বঙ্গসাহিত্য সমালোচনা নামে একটী সভা সংস্থাপন করিয়াছেন। বান্ধব সম্পাদক বাবু কালী প্রসন্ন ঘোষ এই সভার সম্পাদক হইলেন। বঙ্গ সাহিত্য সংসারে প্রতিবৎসর যে সকল পুস্তক প্রচার হয় তন্মধ্যে উপযুক্ত গ্রন্থকারদিগকে বৎসরান্ত পারিতোষিক প্রদত্ত হইবে। গ্রন্থকার গনের উৎসাহ বর্দ্ধনার্থ কুমার স্বয়ং ইহার ব্যয়ভার বহন করিবেন।

শ্রীমদনমোহন মুখুয্যা
কার্য্যাধ্যক্ষ।
জয়াদেবপুর ঢাকা।

অমৃত বাজার পত্রিকা।

সন ১২৮৩ সাল ২রা অগ্রহায়ণ, বৃহস্পতিবার।

কমিল্লা হইতে আমরা এই পত্র খানি প্রাপ্ত হইয়াছি:—

গত ১৬ই কার্ত্তিক মঙ্গলবার রাত্র ১০ ঘটিকা হইতে অল্প অল্প বৃষ্টি আরম্ভ হইয়া ১২ ঘটিকা হইতে ঝড় ক্রমশঃ বৃদ্ধি হয়, পর দিবস ১০ টার সময় উহা ক্ষান্ত হয়। এই নগরের প্রায় চতুর্থাংশ ঘর এবং বহু সংখ্যক প্রাচীন বট ও অশ্বত্থ বৃক্ষাদি ভূতলশায়ী হইয়াছে। তাহা চাপা পড়িয়া এই নগরে ও এতৎ সন্নিকটস্থ গ্রামে ৭ জন মনুষ্য বিনষ্ট হইয়াছে। আমন ধান্যের ফুল মাত্র হইয়াছিল, তাহাও ভূমিশায়ী হইয়াছে। ঊর্দ্ধ সংখ্যায় চতুর্থাংশ ধান্য হইলেই যথেষ্ট হইল। কিন্তু অন্যান্য স্থানে এই ঝটিকার দ্বারা ভয়ানক রোমহর্ষণ দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে। ঐ রাত্রিতে ঢাকা, বাখরগঞ্জ, নওয়াখালী ও চট্টগ্রামেও অতি ভয়ানক ঝড় হইয়া গিয়াছে এবং শেষোক্ত তিন জেলার সমুদ্র ও নদীর নিকটস্থ স্থানে বিশেষতঃ মেঘনানদী ও বঙ্গোপসাগরস্থিত হাতিয়া, সুন্দিব, সিন্ধি, বহু, টুসচর, নলচিয়া ও দক্ষিণ সারাজপুর প্রভৃতি দ্বীপে অত্যন্ত জল বৃদ্ধি হইয়া সমস্ত দেশ ভাসিয়া গিয়াছে। নানা পত্রে ও বিশ্বস্ত লোক প্রমুখাৎ জানিলাম যে ঐ সকল দ্বীপের কোন কোন টায় প্রায় এবং কোনটায় এককালে প্রাণী শূন্য হইয়াছে। সমুদ্রের জল প্রায় ২৫।৩০ হাত বৃদ্ধি হইয়াছিল। এবং তদ্গতিকে অগণ্য মনুষ্য, গো, মহিষাদি বিনষ্ট হইয়াছে। যে ক্ষুদ্র সংখ্যক লোক উচ্চ বৃক্ষাদি আরোহণ করিয়া, কিম্বা গৃহের চালোপরি ভাসিয়া অতি কষ্টে বাঁচিয়াছিল, খাদ্য সামগ্রী এবং উত্তম জলাভাবে তাহাদিগেরও জীবন রক্ষা পাওয়া সুকঠিন ব্যাপার হইয়াছে। যাহারা সৌভাগ্য ক্রমে গৃহের চাল কিম্বা ভাসমান বৃক্ষাদি অবলম্বন করিয়া দৈব বলে ভাসিতে ভাসিতে চট্টগ্রামের উপকূলে লাগিয়াছে তাহারা কোন মতে রক্ষা পাইয়াছে। শুনিতে পাই যে ত্রিপুরা হইতে চট্টগ্রামাভিমুখে সরকারী যে অত্যুচ্চ রাস্তা গিয়াছে তাহার পশ্চিম পার্শ্বে, নানা স্থানে, অসংখ্য মনুষ্য গবাদি প্রাণীর মৃতদেহ পড়িয়া রহিহাছে। এবং ঐ সমস্ত মৃত শরীর সমুদ্র জলের হিল্লোলেই তথায় আসিয়া থাকিবে। উহাদিগের দুর্গন্ধে রাস্তা দিয়া গমনাগমন করা কষ্ট সাধ্য হইয়াছে। নওয়াখালীর সুযোগ্য মাজিষ্ট্রেট সাহেব মহোদয় উক্ত জেলার ও তদধীনস্থ চর সমুহের মনুষ্যের অন্ন জলের কষ্ট নিবারণের জন্য উদ্যোগী হইয়াছেন। সমুদ্রের তিক্ত নোনাজলে দেশের মৃত্তিকা বায়ু এবং পুষ্করিণীর জল লবণাক্ত হওয়াতে মনুষ্যগণের কষ্টের উপর কষ্ট দিবার জন্য ওলাউঠা রোগের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। অত্র নগর হইতে চাউল ও পানীয় জল, এবং কয়েক জন নেটিব ডাক্তার ও ওলাউঠা রোগের কিছু ঔষধ নওয়াখালী পাঠাইবার জন্য তত্রত্য মাজিষ্ট্রেট সাহেব কুমিল্লাস্থ মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট পত্র লিখিয়াছেন। এক এ বিষয় গবর্ণমেণ্টেও জানাইতে টেলিগ্রাফ করিয়াছেন। আমরা ভরসা করি যে ঢাকা, বাখরগঞ্জ ও চট্টগ্রামের কর্ত্তৃপক্ষেরাও যথা সময়ে এই ভয়ানক দুর্ঘটনার বিষয় গবর্ণমেণ্টের কর্ণগোচর করাইয়া স্বস্ব ক্ষমতানুযায়ী বিপন্ন প্রজা পুঞ্জের প্রাণ রক্ষার্থ অর্থ ব্যয় ও শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রম করিতে ত্রুটি করিবেন না। দয়ালু হৃদয় লেঃ গবর্ণর এবং মহামতি ও প্রজার দুঃখে দুঃখী লর্ড লিটন ও এবিষয়ের প্রতি বিশেষ আগ্রহ সহকারে প্রবৃত্ত হইয়া যাহাতে লোকের কষ্ট নিবারণ হয় তাহা নিশ্চয় করিবেন। সংবাদ পত্রিকা পাঠে জানিলাম মান্দ্রাজ ও বম্বে প্রেসিডন্সিতেও দুর্ভিক্ষের পূর্ব্বলক্ষণ স্পষ্টই দেখা দিয়াছে সর্ব্বাপেক্ষা উর্ব্বরা বাঙ্গলার পূর্ব্বোক্ত কতিপয় জেলার ধান্য যখন ঝটিকা ও জল প্লাবনে বিনষ্ট হইল, তখন সমুদয় ভারতবর্ষকেই দুর্ভিক্ষ অনতিদূর হইতে ভ্রূকোটী ভঙ্গি করিতেছে। শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর "ভারতেশ্বরী" উপাধি ঘোষণার এই পূর্ব্বলক্ষণ অন্ততঃ হিন্দুদিগের চক্ষুতে সুলক্ষণ নহে। অতএব আমাদিগের একান্ত প্রার্থনা যে শ্রীযুক্ত সার রিচার্ড টেম্পেল ও শ্রীযুক্ত লর্ড লিটন মহোদয়গণ উক্ত উপাধি ঘোষণা কার্য্যে বিশেষ বিব্রত না হইয়া এবং তাহাতে অযথোচিত রূপে রাজ কোষের এবং সাধারণ প্রজা ও করদ এবং অধীনস্থ রাজাদিগের অর্থের শ্রাদ্ধ না করিয়া যাহাতে এতদঞ্চলের মৃতাবশিষ্ট লোকদিগের জীবন উপস্থিত বিপদ হইতে রক্ষা পায়; এবং সমস্ত ভারতবাসী জীব দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা হইতে নিশঙ্ক হয় সর্ব্বতোভাবে তৎপ্রতিই মনোনিবেশ করিবেন। ভরসা করি; আপনারাও যথা সাধ্য এবিষয়ে মনোযোগী হইবেন। এপ্রদেশে এক্ষণ চতুর্দ্দিক হইতে কেবল হাহাকার শব্দ উঠিয়াছে। কেহ বলে চাউল আন, কেহ বলে জল আন, কেহ বলে বস্ত্র দে, কেহ বলে ঔষধ দে। কেহ হা পুত্র, হা ভ্রাতঃ, কেহ হা মাতঃ হা পিতঃ, বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতেছে। এই বন্যাতে কেহবা স্বয়ং নিধন প্রাপ্ত হইয়াছে। কাহারও বা পিতা পুত্রে ও ভ্রাতায়২ এবং স্বামী স্ত্রীতে বিচ্ছিন্ন হইয়া কে কোথায় গিয়াছে তাহার কিছুই নির্ণয় নাই। এই হৃদয় বিদারক ও শোচনীয় ঘটন, যাঁহারা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন তাহাদের মুখে এতৎ বিবরণ শ্রবণ করিলে, পাষান হৃদয়ও দ্রবীভূত হয়! সর্ব্বসাধারণের এই অভূত পূর্ব্ব বিপদ ঘটনা হওয়ায় জমিদারগণ মধ্যে অনেকে গবর্ণমেণ্টের পৌষের কিস্তির রাজস্ব দিতে কোন ক্রমেই সক্ষম হইবে না। সুতরাং যদি দয়ালু গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদিগের প্রতি কৃপাবলোকন না করেন তবে এই মহাবিপদের সময় ইহাদিগের আর উপায়ান্তর নাই। এই প্রদেশের সর্ব্ব সাধারণের উপস্থিত বিপদের বিষয় পত্র দ্বারা কত জানাইব। বিশেষ করিয়া লিখিতে গেলে এক বৃহৎ গ্রন্থ রচনা করিলে ও ইহার অল্পাংশই বিবৃত হইতে পারে। অতএব অদ্য এস্থলেই ক্ষান্ত হইলাম। ভবিষ্যতে ক্রমশ আর লিখিবার বাসনা রহিল।

আমাদের সম্ভ্রান্ত এক জন বন্ধু নিম্নের পত্র খানি আমাদিগকে পাঠাইয়া দিয়াছেন।

বরিসালের শোচনীয় ঘটনা আপনাকে জানাই। বোধ করি আপনারা আমাদিগের জন্য ব্যস্ত হইতে পারেন। এখানে গত ১৬ই কার্ত্তিক দিবসে রাত্রে ভয়ানক ঝড় হইয়া গিয়াছে। বরিসালে ৩১২৮ খান ঘর ভগ্ন হইয়াছে আর যাহা কিছু আছে তাহাও প্রায় না থাকার মধ্যে। আমাদিগের ঘর একেবারে নাই। আমাদের নারিকেল সুপারি ও আমএবং কাঁঠাল বেল প্রভৃতি বৃক্ষ অধিকাংশ নষ্ট হইয়াছে বাঁশ একে কালে বিনাশ হইয়াছে। এ জেলার দক্ষিণ দেশেয় লোকের অবস্থা লিখিতে গেলে অশ্রু সম্বরণ কয়া অসম্ভব। দক্ষিণ সাহারাজ পুরের নদী হইতে জল উঠিয়া সেই দেশ সমূলে নিপাত করিয়াছে। ২০ হাত উচ্চ হইয়া বান আসিরাছিল। তাহাতে দক্ষিণ সাহারাজপুর দ্বীপ বাসী সমুদয় লোক বিনাশ পাইয়াছে সেই দ্বীপে ঘর, বৃক্ষ, মনুষ্য, গরু, মহিষ, কুকুর, শিয়াল ইত্যাদি জন্তু নাই দুই আনা পরিমাণ কি তদপেক্ষা কিঞ্চিৎ বেশি লোক প্রকাণ্ড বৃক্ষ যাহা বিনাশ পায় নাই তাহা ধরিয়া রক্ষা পাইয়াছে। দক্ষিণ সাহারাজ পুরের অনেককে পাওয়া যায় নাই। ৪২টী প্যাদার মধ্যে ২১টী প্যাদা পাওয়া গিয়াছে। মুনসফি আদলতের ৩টী আমলা পাওয়া গিয়াছে ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও তাঁহার স্ত্রী রক্ষা পাইয়াছেন তাহার ৪টী পুত্র কন্যা দৌহিত্রও দৌহিত্রী সমুদয় বিনষ্ট হইয়াছে। যত লোকের পরিবার তথায় ছিল তাহার প্রাণ নষ্ট হইয়াছে। নলিত কুমার বসু উকিলের শাশুড়ী, দিদি শাশুড়ী ও শ্যালক ২টী ও শ্যালিকা মরিয়াছে। পোষ্ট মাষ্টার সব রেজিষ্টার ২জন ও ইনিস্পেকটর সব ইনিস্পেকটর ইহাদিগের লাশ পাওয়া গিয়াছে। দৌলত খাঁতে ১৮ জন মানুষ পাওয়া গিয়াছে এবং তাহার দক্ষিণে আরো কিছু কিছু পাওয়া গিয়াছে। এক্ষণ তথায় মনুষ্য বাস করিতে পায়ে না। কারণ লাশের গন্ধ ও বস্তুর পচা গন্ধে লোক অস্থির হইবাছে। জল নোনা, ব্যক্তি নাই, কাছারি ঘর আদি যেস্থানে ছিল তাহার চিহ্ন নাই। মনপুরা দ্বীপে ১০০০০ লোকের বসতি তাহার একজনও নাই তাহা নূতন বসতি করা প্রয়োজন হইয়াছে। দক্ষিণ দেশ পুনরায় জঙ্গল হইবেক। এখানকার মাজিষ্ট্রেট সাহেব সমুদয় ডিপুটী মাজিষ্টার মাজিষ্টরী ও কালেকটরী আমলা দিগকে কতক চাউল, দাইল, লবণ, তৈল, চিড়া ইত্যাদি জিনিষ ও কতক টাকা সহ এক খান নৌকায় এক এক দিকে রওনা করিয়াছেন। তাহারা সেই সেই দেশের জীবিত লোক দিগকে অন্নের দ্বারা বাঁচাইবেন, ইহাতে অধিক লোক বাঁচিবে না। এই ক্ষণে আমরা মজুর পাই না। বরিশাল হইতে মজুর দিগকে বেগার লইয়া দক্ষিণ দেশে পাঠাইতেছে। আমাদের আদালতে দুইজন আমলা অর্থাৎ গৌরী নাথ ও রজনী গুপ্তও চাউলাদি লইয়া দক্ষিণে গিয়াছে। এ জেলার ৪০০০০। ৫০০০০ হাজার লোক মরিয়াছে এক্ষণত না খাইয়া অনেক লোক মরিয়াছে। বরিসালে মানুষ মরে নাই।

নওয়াখালি হইতে আমরা এই পত্র খানি প্রাপ্ত হইয়াছি:—

বিগত ১৬ই কার্ত্তিক স্বায়ং কাল হইতে ১৭ কার্ত্তিক পূর্ব্বাহ্ণ ৮ ঘণ্টা পর্য্যন্ত এ অঞ্চলে ভয়ানক ঝড় হইয়া গিয়াছে ১২৫৯ সালের যশোহর অঞ্চলের জ্যৈষ্ঠ ঝড় এবং ১২৭১ সালের কলিকাতা অঞ্চলেয় আশ্বিনে ঝড় এবং ১২৭৪ সালের ঢাকা অঞ্চলের কার্ত্তিকে ঝড় হইতে ইহার আক্রমণ অধিক বলিয়া বোধ হয়। এ ঝড়ে যে কত লোকের সর্ব্বনাশ করিয়াছে কত মানুষ গরু মরিয়াছে তাহার নিশ্চয় নাই। নওয়াখালির দক্ষিণাংশে ১২। ১৪ হস্ত জল বৃদ্ধি হইয়া তৎ কর্ত্তৃক তথায় অনেক লোক নষ্ট হইয়াছে। এ ঝড় দীর্ঘ প্রস্তে ৩ দিনের পথ ব্যাপিয়া হইয়াছে। ইতিপূর্ব্বে বর্ষার জল প্লাবনে এ অঞ্চলের আশু ধান্য মারা গিয়াছে। এ ঝড়ে আমন ধান্য এবং সুপারি নারিকেলের বাগান সকল নষ্ট হইয়া গেল। চতুর্দ্দিক হাহাকার উঠিয়াছে। এবার এ অঞ্চলের লোকের ভারি বিপদ। রাজস্ব দেওয়া দূরে থাকুক আহারেরই সম্পূর্ণ অসংস্থান হইবেক আমাদের প্রাণের কেবল ব্যাঘাত হয় নাই বটে কিন্তু ঘর দুয়ার মাত্র নাই অনেক দ্রব্যাদি নষ্ট হইয়া বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে।

চট্টগ্রাম হইতে আমরা এই পত্র খানি প্রাপ্ত হইয়াছি।

৩১শে অক্টবর মঙ্গলবার রাত্রিকালে চট্টগ্রামে এক বৃহৎ ঝড় হইয়া গিয়াছে। উত্তর দক্ষিণ পূর্ব্ব ও পশ্চিম চতুর্দ্দিক হইতে প্রবল বেগে বাত্যা প্রবাহিত হইতে থাকে। বায়ুবেগে বৃহৎ বৃহৎ অশ্বত্থ ও বটবৃক্ষ সমুহ সমূলে উৎপাটিত হইয়া এক বারে ভূতলশায়ী হইয়াছে। অসংখ্য ২ গৃহ এক বারে ভূতল শায়ী হইয়াছে। কর্ণফুলী নদী অকস্মাৎ উচ্ছ্বসিত হইয়া লামার বাজারের যাবতীয় গৃহ জীবজন্তু সহ এক বারে ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছে। কতই যে জীব জন্তু জল মগ্ন হইয়া প্রাণ ত্যাগ করিয়াছে তাহার কিছুই ইয়ত্তা নাই। প্রবল বাত্যা সজোরে কর্ণফুলী নদীস্থিত বৃহৎ ২ জাহাজ সমুহকে একেবারে সদর ঘাটের চড়ায় উঠাইয়া ফেলে। এ বৎসর দুর্ভিক্ষের আশু সম্ভাবনা। বায়ুবেগে এক ক্ষেত্রের ধান্য আর এক ক্ষেত্রে নিয়া চতুর্দ্দিক নিঃক্ষিপ্ত করিয়াছে। কৃষকদিগের হাহাকারে বসুমতী বিদীর্ণ হইতেছে। দরিদ্র লোকদের যে কতই অপচয় হইয়াছে তাহা বর্ণনাতীত। দরিদ্র লোকদের আক্রনাদে বসুমতী বিদীর্ণ হইতেছে। আরও কি অপচয় হইয়াছে তাহার সমুদয় বিবরণ অদ্যাপিও বিশেষ রূপে অবগত নহি সমুদয় অবগত হইলে পশ্চাৎ মহাশয়কে জানাইবার ইচ্ছা রহিল।

আমরা উপরে যে পত্র গুলি প্রকাশ করিলাম ইহা ব্যতিত গোয়ালন্দ, বাগহাট, ফরিদপুর প্রভৃতি কয়েক স্থান হইতেও পত্র পাইয়াছি, স্থানাভাবে প্রকাশ করিতে পারিলাম না। গবর্ণমেণ্ট ঝড় সম্বন্ধে যে সমুদয় কাগজ পত্র আমাদিগকে প্রেরণ করিয়াছেন আমরা তাহা ইংরাজি স্তম্ভে প্রকাশ করিলাম।

গত ঝড়ে যেরূপ সর্ব্বনাশ হইয়া গিয়াছে পৃথিবীর আর কোন দেশে এরূপ সর্ব্বনাশ হইলে এত দিন সে দেশে ক্রন্দনের রোল উঠিত। কিন্তু এদেশের এরূপ দুরাবস্থা হইয়াছে যে আমাদের ক্রন্দন করার শক্তি ও নাই। আমরা ইংরাজি গ্রন্থে এটনা বিসুবিয়াস আগ্নেয় গিরি হইতে অগ্নি ও গলিত ধাতু স্রোত নিঃসৃত হইয়া নগর উপনগর পল্লি প্রভৃতির ধ্বংশের কথা শুনিয়া রোমাঞ্চিত হইয়া থাকি, কিন্তু ১৬ই কার্ত্তিক তারিখে বাঙ্গলায় যাহা হইয়া গিয়াছে তাহা ইহা অপেক্ষা সহস্র গুণে ভীষণাকার। নিমেষ মধ্যে সহস্র সহস্র লোক অগাধ সমুদ্র মধ্যে নিহিত হইয়া গেল, জনাকীর্ণ শস্য ফল বৃক্ষ পূর্ণ স্থান সমুদয় জীব শূন্য হইল, এমন কি কোন কোন স্থান একেবারে রসাতলে গমন করিল, ইহা অপেক্ষা রোমাঞ্চের ব্যাপার আর কি আছে, অথচ আমরা ইহার নিমিত্ত এক বিন্দু চক্ষের জল নিঃক্ষেপ করিলাম না। দেশের মধ্যে একটী হাহাকার উঠিল না, একটী মুখ মলিন হইল না। যে সর্ব্বনাশের কথা শুনিয়া হয় ত বিদেশীয়েরা কষ্টে অধীর হইবেন, যে সর্ব্বনাশের কথা শুনিয়া শত সহস্র বৎসর পরেও লোকের রোমাঞ্চ হইবে তাহাতে আমাদের এক মুহূর্ত্তের নিমিত্ত চিন্তাকুল করিতে পারিল না। বিধাতা এ অপরাধের নিমিত্ত হিন্দু জাতিকে ক্ষমা করিবেন না। আমরা এই ঘোর পাপের ফল দীর্ঘ কাল হইতে ভোগ করিতেছি এবং আমাদের এ পাপের নিস্তার কখনই হইবে না। দেশের মধ্যে মহা উৎসব আরম্ভ হইয়াছে। কুইন বিক্টোরিয়া এম্প্রেস উপাধি গ্রহণ করিবেন এবং এই উপলক্ষে আমাদিগকে সুখ্যাতি পত্র প্রদান করিবেন, নগর উপনগর সমুদয় আলোকিত হইবে, আমরা সেই আনন্দে বিহ্বল হইয়া রহিয়াছি, কিন্তু যদি পরোকাল থাকে এবং পরোকালে গমন করিয়া যদি আবার আত্মীয় স্বজন স্বজাতির সঙ্গে দেখা সাক্ষাত হয় তাহা হইলে এখন যাহারা দেশের এই সর্ব্বনাশের প্রতি ভ্রূক্ষেপ করিতেছেন, যাহারা আমোদ আহ্লাদে উন্মত্ত হইয়া আছেন তাহারা পরোকোলে কোন্ মুখ লইয়া উপস্থিত হইবেন, তাহা আমা বলিতে পারি না। এক রাত্রে কেন, কয়েক ঘণ্টার মধ্যে একটী বৃহৎ জনাকীর্ণ স্থান রসাতল গেল, সহস্র সহস্র লোকের প্রাণ নষ্ট হইল এবং আমরা ইহার নিমিত্ত এক বিন্দু চক্ষের জল নিঃক্ষেপ করিলাম না। আমরা যখন এইটী চিন্তা করিতেছি তখন আমরা চারি দিক শূন্যাকার দেখিতেছি। যে দেশের লোক এরূপ হৃদয় শূন্য, যে দেশের লোক এরূপ স্বার্থপর, সে দেশ রসাতল যাওয়াই ভাল। বিধাতা যদি শুদ্ধ পূর্ব্ব বাঙ্গলা রসাতল না দিয়া সমুদয় বঙ্গভূমি রসাতলে দিতেন তাহা হইলে তাহার সৃষ্টির একটী কলঙ্ক দূর হইত। এরূপ সর্ব্বনাশে যে দেশের লোকের হৃদয়ে শোকের ও কষ্টের উদয় না হয় সে দেশের মঙ্গল কোথায়? যে দেশের স্বজাতি অনুরাগ এত অল্প সে দেশে মনুষ্য বাস করে না। সে দেশে কি বাস করে তাহা আমরা জানি না। অন্য কোন দেশে এরূপ ভয়ানক মহাপ্রলয় উপস্থিত হইলে, দেশে জাতীয় অশৌচ হইত, রাজ বিচারালয় বন্ধ হইত। তাহা হইলে লোকে দরবার লইয়া এত আনন্দ উৎসব করিতে পারিত না, প্রত্যুত প্রজার কষ্ট দেখিয়া রাজা এরূপ অনুষ্ঠান হইতে ক্ষান্ত হইতেন। কিন্তু আমরা সে জাতি নহি, আমাদের সে গুণ থাকিলে পৃথিবীতে সমুদয় জাতির উন্নতি হইতেছে আমাদের কেন অধোগতি হইবে, কেন সহস্র সহস্র ক্রোশ হইতে আসিয়া ইংরাজ জাতি এখানে প্রভুত্ব করিবেন।

দুর্ভিক্ষ।

আমরা উপরে একটি অশুভ ঘটনা বর্ণন করিলাম এই স্থানে আর একটি অশুভ ঘটনার বর্ণন করিতেছি। বোম্বাই ও মান্দ্রাজের দুর্ভিক্ষ ক্রমে ভীষণাকার ধারণ করিতেছে। মান্দ্রাজের এক জন রাজ কর্ম্মচারী দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত দেশ সমুদয় দর্শন করিয়া লিখিয়াছেন যে যদি এ দেশে উত্তর পূর্ব্ব বায়ু প্রবাহিত না হয় এবং প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টি না হয় তাহা হইলে ভয়ানককারে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইবে। ফল দুর্ভিক্ষ এখন যে আকার ধারণ করিয়াছে সে নিতান্ত কম নহে। আমরা স্থানান্তরে দুর্ভিক্ষের কতক ২ বিবরণ প্রকাশ করিলাম। তাহা পাঠ করিলে লোকের কত কষ্ট হইয়াছে তাহা অনায়াসে অনুভব করা যাইতে পারে। ইংরাজেরা ভারতবর্ষ শোষণ করিয়া একেবারে নির্জীব করিয়া ফেলিয়াছেন। রুগ্ন ও নির্জীব শরীরে কোন ব্যাধি উপস্থিত হইলে যেরূপ একটী উপসর্গের উপশম হইতে ২ আর একটি উপস্থিত হয় ভারতবর্ষের অবস্থা অবিকল সেই রূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এখন কোন স্থানে দুর্ভিক্ষ হইলে সে ধাক্কা সমুদয় ভারতবর্ষ অনুভব করে। বোম্বাই ও মান্দ্রাজের নিতান্ত ক্ষুদ্র অংশে মন্বন্তর উপস্থিত হয় নাই। ডেকানের উত্তর দিকের শেষ ভাগ হইতে বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর দক্ষিণ দিকের শেষ পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র ভয়ানক অন্নকষ্ট উপস্থিত হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন ডেকানের পূর্ব্ব দিক হইতে নিজামের রাজ্য পর্য্যন্ত, মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর অধিকাংশে এবং বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর দক্ষিণে মহিশূরে যে অংশ অবস্থিত সেখানেও লোকে অন্ন ২ করিয়া বেড়াইতেছে। ভারতবর্ষের মানচিত্র খুলিয়া দেখিলে অনায়াসে প্রতীতি হইবে যে আমরা উপরে যে সমুদয় দেশের কথা বলিলাম তাহার আয়তন নিতান্ত কম নহে। বাঙ্গলায় গত দুর্ভিক্ষের সময় যত দুর লইয়া অন্ন কষ্ট উপস্থিত হয় এবারও প্রায় তত দুর লইয়া মন্বন্তর উপস্থিত হইয়াছে তবে বাঙ্গলায় বসতি ভারি ঘন। বাঙ্গলাতে ২৫০ লক্ষ লোকে অন্ন কষ্ট পায়, বোম্বাই ও মান্দ্রাজে বোধ হয় ইহার অর্দ্ধেক লোকের অন্ন কষ্ট উপস্থিত হইয়াছে।

বোম্বাই প্রেসিডেন্সির মধ্যে খন্দিয় এবং নাসিক প্রভৃতি জেলাতে এখন তত কষ্ট উপস্থিত হয় নাই, কিন্তু আহামদনগর, পুনা, সাতারা, সোলাপুর প্রভৃতি স্থানে দিন দিন ভয়ানক অন্ন কষ্ট হইতেছে। এই রূপ রাষ্ট্র যে এখানে অনেক লোক অন্নাভাবে মরিতেছে। বোম্বায়ে অপরতিন চারিটী জেলাতেও অন্ন কষ্ট হইয়াছে। নিজামের রাজ্যেও ভয়ানক কষ্ট উপস্থিত হইয়াছে। মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সির বেলারি জেরা, পূর্ব্ব হইতে মান্দ্রাজ নগর পর্য্যন্ত এবং পশ্চিমে বাঙ্গালোর পর্য্যন্ত ও মহীশূরের রাজার রাজ্যে ভয়ানক দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইয়াছে। মান্দ্রাজের এক ভরসা উত্তর পূর্ব্ব বায়ু। এই বায়ু ১৫ই অক্টোবরে প্রবাহিত হইয়া থাকে কিন্তু অদ্যাপি ইহার কোন লক্ষণ দেখা যায় নাই।

মান্দ্রাজে বোধ হয় ৪০ লক্ষ লোকের অন্ন কষ্ট উপস্থিত হইয়াছে, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীতে ৬০ লক্ষ লোকের অধিক কন্ন কষ্ট অনুভব করিতেছে, এতদ্ভিন্ন মহিশূর রাজার ও নিজামের রাজ্যে প্রায় ২৫ লক্ষ লোক অন্ন কষ্ট পাইতেছে। এখনই প্রায় ১২৫ লক্ষ লোকের অন্ন কষ্ট উপস্থিত হইয়াছে। যদি বিধাতা প্রসন্ন না হন তাহা হইলে এই কষ্টের সীমা কোথায় গিয়া শেষ হইবে তাহা বলা যায় না। সেবার বাঙ্গলার দুর্ভিক্ষ লইয়া গবর্ণমেণ্ট অনর্থক অনেক ধুমধাম ও অর্থ নষ্ট করেন। এবার সে নিমিত্ত অথবা দিল্লির দরবারের কোন বিঘ্ন না হয় তাহারই জন্যে গবর্ণমেণ্ট সেবারকার ন্যায় দুর্ভিক্ষ লইয়া গোলযোগ আরম্ভ করেন নাই। এমন কি এবার অনেকে সন্দেহ করিতেছেন যে, এদেশে প্রকৃত যত দুর অন্ন কষ্ট উপস্থিত হইয়াছে গবর্ণমেণ্ট তত দুর লোককে জানাইতেছেন না। বাঙ্গলায় আবার সর্ব্বনাশ হইয়া গিয়াছে। যে অঞ্চল রসাতলে গিয়াছে সে অঞ্চল এদেশের এক রূপ শস্যাগার। নওয়াখালি প্রভৃতি স্থানে ধান্য, সুপারি নারিকেল বিস্তর হইত। এবং তাহা প্রায় সমুদয় নষ্ট হইয়া গিয়াছে। ঝড়ে নদীতে অনেক মহাজনের বিস্তর ক্ষতি হইয়াছে, সুতরাং বাঙ্গলায় দ্রব্যাদি যে দুর্মূল্য হইবে তাহার কোন ভুল নাই। ঝড়ের পরই কলিকাতায় চাউলের এবং অন্যান্য দ্রব্যের মূল্য আগুণ হইয়া উঠিয়াছিল। এখন দর একটু কমিয়াছে। কিন্তু যদি বোম্বাই ও মান্দ্রাজে অন্ন কষ্টের বৃদ্ধি হয় তাহা হইলে বাঙ্গলাতেও যে সংপাকার অন্ন কষ্ট উপস্থিত হইবে তাহার কোন ভুল নাই। আবার ইউরোপের যুদ্ধ। ইউরোপের যেরূপ অবস্থা তাহাতে কবে যে সেখানে সমরানল জ্বলিয়া উঠে তাহা বলা যায় না। ইউরোপে যুদ্ধ হইলে ইংলণ্ডের সে যুদ্ধের প্রধান নায়িকা হইতে হইবে। আমরা এই সমুদয় বিপদের কথা স্মরণ করিয়া অস্থির হইয়াছি। দরবারের নিমিত্ত যত অর্থ ব্যয় হইবে তাহা দ্বারা যে দেশের বিস্তর সাহায্য হইত তাহা বোধ হয় রাজ পুরুষেরাও এখন অনুভব করিতেছেন কিন্তু তাহাদের ইহা অনুভব করা মাত্র। দেশের মঙ্গলের নিমিত্ত এরূপ বাহ্যাড়ম্বর হইতে যে এখন বিরত হওয়া সে অধিক মহত্ত্বের কাজ। আমাদের রাজ পুরুষদিগের তত দুর মহত্ত্ব আছে কি না এই বার তাহার পরিচয় পাইব।

ইউরোপীয় যুদ্ধ।

আমরা উপরে দুইটা অশুভ সম্বাদ প্রকাশ করিয়াছি, নিম্নে আর একটা অশুভ সম্বাদ প্রকাশ করিতেছি এবং এইটাই প্রকৃত অশুভ সম্বাদ। ইউরোপে বোধ হয় এত দিন পরে সমরাগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইল। আপাততঃ তুর্কির ও সার্বিয়ার যুদ্ধ স্থগিত আছে। রুশ গবর্ণমেণ্টের যত্নে যুদ্ধ স্থগিত হয়। যুদ্ধ স্থগিত করিয়া ইউরোপের প্রধান প্রধান রাজারা একত্রিত হইয়া উভয় রাজ্যের বিবাদ নিষ্পত্তি করিবেন এই রূপ সাব্যস্ত করেন কিন্তু রুশ গবর্ণমেণ্ট প্রস্তাব করিতেছেন যে তুর্কির নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া বলগেরিয়া রুশ গবর্ণমেণ্ট এবং বসনিয়া ও হার্জিগবিনা, অষ্ট্রিয়া গবর্ণমেণ্ট অধিকার করিবেন। ইংলিশ গবর্ণমেণ্টের ফরেন সেক্রেটারী লর্ডডবি ইহাতে অসম্মতি প্রকাশ করিয়াছেন এবং তিনি রুশ গবর্ণমেণ্টকে ভয় দেখাইয়া বলিতেছেন যে রুশ সম্রাট এ রূপ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে যে সমুদয় ইংরাজেরা এখন সার্বিয়ার পক্ষ আছে তাহারা সমুদয় তুর্কির পক্ষ অবলম্বন করিবে। আবার রুশ গবর্ণমেণ্ট ইংলণ্ডকে ভয় প্রদর্শন করিবার নিমিত্ত মস্কাওয়ে প্রকাশ্য রূপে এক বক্তৃতা করেন তাহাতে তিনি বলিয়াছেন যে যদি তিনি যে রূপ প্রস্তাব করিতেছেন সে রূপ কার্য্য না হয় অপর কেহ তাহাকে সাহায্য না করিলেও তিনি একা যাহাতে উহা সম্পন্ন হয় তাহার উদ্যোগ করিবেন, এবং এরূপ কর্ম্মে হস্ত ক্ষেপ করিলে তাহার রাজ্যের সকলেই তাহার সাহায্যে অগ্রসর হইবে। অর্থাৎ যদি তিনি বলগেরিয়া এবং অষ্ট্রিয়ান গবর্ণমেণ্ট বসনিয়া ও হার্জিগবিনা অধিকার করিতে গেলে কেহ প্রতিবন্ধক উপস্থিত করেন তাহা হইলে তিনি একা যুদ্ধ করিবেন এবং সমুদয় রুশেরা এই যুদ্ধে যোগ দিবে। রুশবাসীরা যুদ্ধের নাম শুনিয়া নৃত্য করিয়া উঠিয়াছে, ইংলণ্ড ও তুর্কি যুদ্ধের আয়োজন করিতেছেন। ইংরাজেরা সুকৌশল সম্পন্ন। তুর্কির সর্ব্বনাশ হইয়া যদি ইংলণ্ডের স্বার্থ রক্ষা হয় তাহা হইলে তাহারা অনায়াসে তুর্কিকে এই বিপদ কালে পরিত্যাগ করিবেন। এটী আমরা বলিতেছি না। এটি মন্ত্রিবর ডিসরেলি ও ফরেন সেক্রেটরি লর্ড ডার্বি নিজে বলিতেছেন এবং টাইমস ইংলণ্ডের এই মহত্ত্ব ও সুকৌশল লইয়া গর্ব্ব করিতেছেন। যদি রুশ গবর্ণমেণ্ট বলগেরিয়া অধিকার করিয়া সন্তুষ্ট থাকেন তাহা হইলে ইংলণ্ড হয় ত যুদ্ধে লিপ্ত হইবেন না। কিন্তু রুশ গবর্ণমেণ্টের লক্ষ্য কত দুর তাহা এখনও প্রকাশ হয় নাই। যদি রুশেরা কনেষ্টাণ্টিনপোল অধিকার করিতে অগ্রসর হয় তাহা হইলে ইংলণ্ডকে হয় ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করিতে হইবে নয় যুদ্ধে প্রবেশ করিতে হইবে। এরূপ স্থলে ইংলণ্ডের যুদ্ধে লিপ্ত হওয়া ভিন্ন উপায় নাই। ইংলণ্ডের এখন ভরসা যে রুশেরা ইউরোপে এত বাড়াবাড়ি করিতে পারিবেন। যদি রুশেরা কনেষ্টাণ্টিনপোল ও বলগেরিয়া অধিকার করে তাহা হইলে ইউরোপের

THE AMRITA BAZAR PATRIKA

CALCUTTA, THRUSDAY, NOVEMBER 16, 1876.

The latest telegrams from Europe are very warlike in their tone, and an immediate war is apprehended.

———ooo———

We are glad to learn that Babu Upendra Nath Das, the talented son of our Townsman Babu Srinath Das, who is now in England studying for the Bar, has enlisted as a Voluuteer, 38th Middlesex (Artists) Rifle Volunteers. But he should look sharp, for, if war breaks out in Europe, he will be marched off to Hurzogovina to fight for the English, whether he will or no.

———ooo———

In our last we stated that Mr. Marsden excused Monteith his murderous assault upon a serang who failed in his duty. This same Magistrate remarks in the case of Dodd *vs* Dogherty, reported in the Dailies of the 9th instant: "the defendent had no right to take the law into his own hands; if the complainant had been remiss in his duties or insubordinate, he had his remedy in this court." Surely there is one law for the native and another for the European.

———ooo———

We already see symptoms of disorganization in the ranks of the Representative Commissioners. If once disorganized it will be very difficult for them to come to an understanding hereafter. We have to thank Babu Shurendra Nath Banerjea for his motion in favor of retrenchment and his success in reducing the pay of the Chairman from Rs. 3500 to Rs. 3000 per mensem in spite of the opposition by Dr. Rajendra Lala Mitter. Dr. Rajendra Lala will gradually lose his influence if he goes on advocating waste and extravagance. As Babu Shurendra Nath said, the retrenchment ought to commence from the very top, for it is neither advantageous nor fair to cut down the pay of a peon from Rs. 7 to 6.

———ooo———

Accounts from Bombay are absolutely horrible. Famine with all its attendants has already visited the fated districts. It is no longer a matter of apprehension but a stern reality Deaths from starvation and diseases which accompany it have already become fearfully common. Thousands on thousands are flying to the Nizam's territories which has no doubt surprized a great many Englishmen and hurt the vanity and self-sufficiency of our wise rulers. The special correspondent of the *Times of India* writes from Sholapore that "money is wanted not grain. Of that there is a perfect block at the station and town." This announcement is awfully significant. Fancy a people dying of starvation for want of money at the prospective failure of the crop of a single season! This means that the people literally live from hand to mouth and this is the utmost limit of wretchedness and poverty which a nation can fall to. All this is due to over-assessment and we have already seen in a previous issue that the Government of Bombay has admitted it. The same correspondent announces that "the Bishop proposes to establish an orphanage at Poonah but on condition of the children being Christenised." This is Christian charity with a vengeance, The Bishop having ample facilities to save life would see people dying of starvation unless the condition were accepted. And in contrast to this see what the Hindu manager of the Poona *Danyan Prokash* says:—"As it is not desirable to abandon one's own religious faith for the sake of material sustenance, it is hereby notified for general information that parents or guardians of such children who are unable to maintain them on account of the scarcity, are at liberty to forward them to the undersigned, who will hand them over te the Secretary of the Poona Dharma Sabha, by whom they will be protected and returned to their respective parents or guardians when they are able to take charge of them."

———ooo———

THE GREAT CYCLONE.—The nation is dead, dead to all emotions which distinguish men from brutes. Danger rouses it not, and the nation will talk and laugh even when threatened by a national calamity. Kicks and blows will not move the nation so long they can help it. National festivals likewise touch them not. They tolerate rather than enjoy life, even when tradition, religion, or custom urge them to throw away the cares of life for a time. But yet there was one chord in the heart of the people as yet unsullied and unbroken. We prided that the milk of human kindness flowed from Hindoo hearts more copiously than those of any other nation, but upwards of a lakh of people have been swept away, and lakhs are suffering from utter destitution, but yet not a drop of milk is forthcoming. The calamity which has just befallen the nation is so appalling, so awful, so paralyzing that we have no language to dsscribe it and we shall not attempt it. It can alone find a parallel in the terrible cata trophe which depopulated some of the fairest districts of Bengal in 1770 B. S., which stands as a dreadful spectre on the threshhold of British rule in India.

The cyclone devasted more or less the whole of Eastern Bengal. There most of the houses were blown down and more than half the crop destroyed. But the gale spent its fury specially upon Burisal and Noakhaly. The area of the tract thus visited where human lives have been destroyed appears upon calculation to be 17,920 square miles. The tract thus devastated is larger than Switzerland, Belgium or Netherland; and is almost equal in extent to the whole of Italy, Sicily excepted. The population of this tract, as found upon calculation, to be 8314880 of souls. Of these, it is impossible, to calculate with any degree of accuracy, how many perished. But there is no mistake that these 8 millions are in a very bad plight indeed. Add to these the millions who have suffered from the gale beyond this tract. From the accounts at our disposal, it appears that the cyclone blew away all the houses in the subdivision of Baghat. In Comilla it was still more severe, and the devastation reached, though in a mild form, as far as Manikgunj. A succession of storm-waves of great volume and height, brought up by the hurricane from the Bay of Bengal, overwhelmed the sub-division of Dukhin Shabazpore and a portion of that of Patuakhally, and caused great destruction of human life, cattle, houses, crops and property of all kinds. The subdivision of Perozpore escaped the storm-wave, though it suffered from the cyclone. At Dowlatkhan the water rose more than 30 feet high, and the entire population of Dowlatkhan union was either drowned on the spot or carried away by the rush of waters, The sub-divisonal building was torn down and there is scarcely any vestige lift of a house or building, public or private, in Dowlatkhan. The Statement of Deno Nath Sarker, Sub-Inspector of police in Dowlatkhan, who miraculously saved his life, will give some idea of the nature of the catastrophe which overtook the people of Dowlatkhan:—

I was present at the station on the night of the 31st October, when the storm commenced. On the evening it commenced to blow from the east; at about 10 P. M. it began to blow with great force from the north-east. The station-house was then down hown. I took shelter behind the lock-up, where I gathered some of the prisoners who were there together before me, surrounded with a few constables. At about 11 P.M. a small house belonging to a mooktar caught fire. Our attention was directed in that quarter, when we suddenly found that water was gradually rising under our feet. Then suddenly we saw the water rushing towards us between the space of the lock-up and the Thana guard-house. When we saw this, ws lost all hope. I told all the men to try and save themseves, for the water in this interval had risen up to our waist. I attempted to go on the top of the roof of the guard-house, but was unable to go there on account of the great rush of the water, and I was drifted away by the stream inside the jail, from whence with great difficulty some of us scrambled up on top of the prisoner's work-shed. The space between the lock-up and guard-room was about three or four cubits, but such was the force of the water there that although three or four of us joined hands and attempted to force ourselves onwards to the guard-house, yet with all our strength we could not do so, but were drifted down. The water began even to rise up to the workshed roof, where we had perched ourselves. It rose so rapidly that the roof was carried along by the stream. We were about six or seven of us who held on to the roof, which was even carried over some trees. The storm-waves were something dreadful. It came with great force and carried away parts of the roof into different directions, when we all were thrown into water and got separated. I began to swim, and was drifted away by the force of the rush of the water towards the south, when a half drowned "Balm" boat came before me and about two or three persons, amongst whom was a prisoner who was also swimming, laid hold of it. Just as we had scrambled up the boat a thatched roof belonging to some houses was drifted against the boat with great force by the storm-wave. It struck several of us. The boat in the meanwhile began to sink, and we all had to take to the water and were drifted away, each in different directions. I found a large "madar" tree floating before me, and laid hold of it. This was drifted into a garden, full of mango, cocoanut, and beetlenut trees. I was, however, obliged to relinquish my hold, as the mardar tree was full of thorns, and each time that it rose with the waves and brushed against my knees, the thorns pricked my sides, hands and feet. After I let go the mardar tree I was drifted inside the garden, where I held the branch of a broken mango tree, and stuck on to it there, and retained my hold with the greetest difficulty till morning. I then sounded the depth of the water with a small piece of bamboo which I found floating near me. The deopth was 6 cubits (9 feet). The water was then rapidly receding. I began to measure every now and then; when at about 8. 30 A. M. the depth of the water was 3 cubits (4½ feet,) I got down from the tree. The water was then almost up to my neck. I begen then to call aloud, to see if there were any other persons situated like me inside the garden. I then saw a Diswallee constable, a young lad, on another tree, and there was also another Hindoo on another tree, who began to come towards me, and joined me. We heard another man calling out in another direction. Afterwards we found the man to be Govinda Das, head constable. We then saw a Mahomedan perched on the thatched roof of a house and he pointed us the road towards the thana, for we had no idea as to what part of the island we had been drifted. We then came on towards the thana. All of us were in a state of nudity, except the Diswallee, who had a small piece of cloth round him. I and Govinda Das found two pieces of cloth floating, and wrapped ourselves up with it. We came to the thana and found the aspects of the place completely changed.

Regarding the loss of life in Dakhin Shabazpore, the District Superintendent of Police says:—

Regarding the loss of life in the sub-division, I am afraid I have greatly under-estimated the number of people drowned in the storm. I have taken pains to make enquiries on all sides from every one able to give information on the snbject, and I have come to the conclusion that about one-sixth of the total population in the sub-division has been swept away. The loss of life has been greatest on the east, south, and south-west of the sub-division. It is quite impossible to estimate the loss of cattle and buffaloes, but from personal observation and reports received from various quarter, I should say that about 90 per cent. of cattle and 25 per cent. of buffaloes have died or been clean swept away.

The total population of Dakhin Shabazpore Sub-division is 121,810, and Thana Dowlatkhan 96,227-or 218037 in all. So according to the official account the destruction of human life alone in one Sub-division is nearly 4,0000. Our correspondents many of whom can be depended, estimate the loss of human life in that sub-division to upwards of 90,000 thousand. But the misery of the houseless people who have escaped the storm wave knows no bound. They have been roaming from one place to another like beggars and as the winter has set in their misery is tenfold increased. To add to their wretchedness, the carcasses of the dead have been sending out a stench which cannot fail to bring about a deadly epidernic disease ere long.

The next place which has suffered the most is the district of Noakhali with the neighbouring islands of Sundeep and Hatia. The latter two places have been entirely swamped, and the loss of human life and the destruction of cattle and property there have been immense. It is said that the storm wave in these islands was twenty feet high. Wherever it came the destruction was terrible and even on the 10th November carcasses were lying about by hundreds. As far as can be judged, at least forty or fifty thousand lives have been lost on these islands; the cattle are all gone, and not a house is left standing. At Noakhali itself, the hurricane also raged in a fearful manner. Scores of the finest trees have been uprooted and stretched their length, lying from north to south in a westerly direction. Every building in the place with the exception of the Deputy Collector has fallen. All the trees are denuded of leaves and their branches broken and scattered. The town and the neighbourhood looks as though it had been connonaded. But this was not all. About half past 4 A. M., loud cries were heard that the sea was rushing in; the "bore-roar" was heard and the great inundation came sweeping over the whole country here from the direction of the South-West. Many people saved themselves by taking shelter in the cutchery building. Full reports regardiug the Noakhaly district have not as yet reached us, bnt it is feared that the extent of injury caused here is as great as in Burrisal.

At last, we must begin to despair of our country. A people so enthusiastically apathetic cannot, should not prosper. A most calamitous visitation has overtaken the country, and the people manage to sleep over it, with a complacent coolness harrowing to contemplate. Devastation and depopulation, unprecedented in the, history of Nature's ravages, at their very doors, and the people eat, and drink, and make themselves merry, as if nothing had transpired. Men, women, and children, bone of their bone, and flesh of their flesh, swept off by the thousand, in the twinkling of an eye, and not a groan uttered, not a sigh heaved, not a tear shed! Surely here is stoicism run mad, and India! there hath been thy bane! If the tale of sorrow from the East, and but few, few mourners are left to tell the tale, does not work up the people into a frenzy of distraction, love, sympathy, humanity, and all cognate terms should be blotted out of their vocabulary, and they should each take to a cynic's tub, in single blessedness. Half the black catalogue has yet to be filled out, and the imagination shrinks already from a realization of the heart-breaking scenes which it calls up. but not a trace of emotion is visible in all Calcutta, The erruptions of Etna and Vesuvius, the earthquake of Lisbon, and such other cruel freaks of Nature, have each a literature of its own, and pass for the worst illustrations of their kind. But the cyclone in East Bengal has been equally, if not more, destructive, and the people are scarcely alive to its enormities. Why, only 60,000 lives were lost by the earthquake at Lisbon in 1755; while the official accounts, which do not pretend to be nearly exhaustive, report 80,000 deaths in Backergungee and it is feared that the total number must be somewhere about 200,000. The Government officers, and His Honor the Lieutenant Governor himself, are up and doing, but the people themselves are so culpably innocent of all love for their country and their countrymen, that they can afford, at this critical juncture, to roll on the lap of ease. When foreigners care more for our country than we ourselves, we have no business to speak of the country as our country. Surely, with spirits so callous, so dead to all the nobler instincts of our nature, we must be past redemption.

———ooo———

THE WORKING OF THE SYSTEM OF SUMMARY TRIALS:—Sir Richard Temple very complacently announces to the world that the system of summary trial has worked very salisfactorily in Bengal. The same thing was also announced by his predecessor, but Sir Gearge Campbell was a despot, whose delight was to trample down public opinion and see his people lying helpless at the mercy of a strong Executive. For Sir Richard Temple, the policy of whose reign is to abide by the native public opinion even at the risk of incurring the displeasure of his own race, advocating the cause of summary trial is rather a matter of some surprise to us. But it has alway been the policy of Government to support its own measures, and Sir Richard Temple cannot be expected to prove an exception to this rule. The policy of Government is to strengthen the hands of the Executive, and nothing tends more to do it than the operation of the new Criminal Procedure Code.

That the new Criminal Procedure Code is a dangerous weapon is admitted by the Lieutenant Governor himself. His Honor says. "When the new Code of Criminal Procedure which provided for the summary trial of petty cases by magisterial officers was introduced in 1872 the Government was not without

would be undoubtedly attended with many advantages, it was still liable to the chance of partial failure if not well guarded and might possibly in some cases result in trials being held in a hurried and imperfect manner. The Government, therefore, in introducing the system, deemed it necessary to proceed with care and caution, and those officers only who were shewn to be of proved experience and judgment were vested with the powers of holding summary trials." Further on he says:—"At the same time the District Magistrates were required to excercise a careful supervision over the proceedings of their subordinates and to bring to notice all instances in which the powers of summary trial were indiscreetly exercised. Similarly, the Commissioners of Divisions were required to examine when on tour the files of each court, and to submit periodical reports on the manner in which the powers conferred on the several officers within their respective jurisdictions had been excercised." Or in other words, the summary provisions of the law had no trial whatever, as the Magisterial officers entrusted with summary powers had to act under the strict control and supervison of their superior officers. Even a Bengal tiger, when caged and chained, can do no harm to any body, and therefore one should not conclude that a Bengal tiger is as innocent as a lamb. To test the working of summary trials the Magistrates ought to have been allowed to act freely, and as that was not done, the Lieutenant Governor is not justified in drawing the inference he has done in reference to the working of the summary provisions of the Criminal Procedure Code.

But in spite of these precautions in regard both to the investing of officers with the power of holding summary trials, and the supervision to be exercised over their proceedings, it is well known how in hundreds of cases the Magistrates have abused the enormous powers with which they have been invested. Sir Richard Temple no doubt says that "the system has resulted in the greatest possible convenience to the public as well as to judicial officers," and that "the benifits of the system are now generally admitted." Admitted by whom? If by the public, we should like to know His Honor's source of information. In India the exponent of public opinion is admittedly the the native Newspapers. But we should like to know if there is a single newspaper which has ever advocated the cause of summary trials. His Honor likewise says that "the disfavor and apprehension with which the measure was at one time regarded by some important classes of the community, when the summary procedure was first introduced, have no longer any shadow of foundation." Of course the Lieutenant Governor makes these bold assertions from reading the Reports of Magistrates and Commissioners. But His Honor forgets one thing. The Magistrates and Commissioners have no doubt spoken in favor of the summary trial but are they not the most interested party? To prove that the summary procedure is popular, His Honor must seek the opinions of the people, and not the officials. The people have not complained against the system, how is it possible for the Magistrates and Comissioners to speak so confidently? Do they mix with the people? Do they know the wants and wishes of the people? The Muffsil Huzours would not condescend to speak even with a respectable gentleman. It is the Amlas through whom their information is gathered, and it is the interest of the Amlas to please their masters. The intrinsic worth of the testimony upon which His Honor lays so much stress is thus tantamout almost to nothing. What man does not love power? What man does not wish to see his fellow-creatures lying completely at his mercy? And the sections 222 and 225 of the Criminal Procedure Code vest such a power with the Magistrates. Sir Richard Temple must be very simple to suppose that these Magistrates and Commissioners would speak anything against the Criminal Procedure Code on the summary trial. The testimony of these men might appear very important to our Lieutenant Governor, but it wont do to convince others. The educated section of the community have too distinctly expressed their indignation against the system of summary trial, the Anglo-Indian editors have also joined their native brethren in condemning it, and Sir Richard Temple ought to have carefully weighed these facts before he had enlisted himself as an advocate of the summary trial. The Commissioners almost unanimously state that the power has been sparingly used. This is perhaps one of the reasons why the system has worked well. That all alarm has ceased is not true. There might not be any expression of alarm because the people have cried long and loud and they cannot cry for ever. But the discontent still remains as strong as ever. In fact, under Mr. Stephen's Criminal Procedure Code the Indian subjects cf Her Gracious Majesty have practically lost all vestige of their liberty. The *Englishman* said, when the law was first passed, that the Code was calculated to put half the population of the country into jail. It is quite true that neither half the population, nor one-fourth of the population has been sent to jail, but we owe this not to our privileges and rights but to the forbearance and sense of justice of the Magistrates. They could send any one of us to jail if they would, the law gives them the power. Wealth, law, even innocence cannot protect us, and the whole Indian population are completely at the mercy of the Magistrate. The language may appear strong, but nevertheless what we state is fact. Is His Honor aware that we are constantly in dread of the Magistrates, because they enjoy unlimited powers and can imprison us at any moment they choose? Is His Honor aware that even when perfectly innocent we cannot help fearing the Magistrates, because innocence cannot save us from their clutches? Sir Richard Temple, if he is a sincere well-wisher of the country, should have enquired into these facts before he had passed his judgment upon the working of the system of summary trials.

It is a noteworthy fact that in England, of late years, the summary powers of Magistrates have been a good deal enlarged, but the result is far from satisfactory as would appear from a writer in the *Fortnightly Review*. There Mr. Henry Compton says: "It is merely the enormous increase in quantity of summary powers that requires remedial laws; the chief evil consists in the character of those powers. Frst of all, we insist that too large a power is possessed. Magistrates possess summary powers in cases that ought only to be tried before Judge and Jury. An aggravated assault upon a woman and child ought never to come within their jurisdiction. At present the Magistrates have summary jurisdiction, as there is no opinion of trial by Jury, and they have power to inflict six months' hard labour. This excessive power is accompained by a more unjustifiable power to inflict a £20 fine." When in England, the centre of civilization and education, these summary powers are abused, it can easily be conceived how our Indian Magistrates, haughty and overbearing, power-loving and native-hating, should make use of the enormous powers which they enjoy.

One of the benefits of the summary trial is said to be that it lessens the work of the judicial officers. This reminds us of the well known verse of Pope, which we beg to quote, with but a slight variation:—

"And wretches hang that jurymen may dine,"

And Karim Shaik will go to jail for three months, because it was not worth while giving Her Majesty's Judges the trouble of trying him properly.

—ooo—

THE RENT LAW.—The utter recklessness displayed by some writers in public prints is incredible. There was an Irish paper which expreseed its joy at the assassination of Lord Mayo and Mr. Justice Norman by the Wahabees. An English paper congratulated the English nation on the death of a child of the Royal family, as this happy deliverance saved them an annual allowance. The *Hindoo Patriot* declares, without reserve, that all rights in landed property, except those of the Zemindars, should be swept away! He would have none others except zemindars and cultivating ryots. He would do away with not only the occupancy ryots but the middle classes. He would have all Bengal cultivate the land in which they should have but temporary interest for the benefit of the few zemindars. And will not that benefit the country vastly? The gentry and yeomanry of Bengal deprived of their interest in land will have either to fall back upon Government for employ or take to the plough. As for giving employment to the vast myriad of the gentry who depend upon land for their subsistance, well, that is the look out of Government. As for Babu Banerjea, or Babu Bose, taking to the plough and struggling with Ali Bux for a piece of land that he may sow his paddy on to keep body and soul together, that is a spectacle which is edifying indeed! But one thing. The *Hindoo Patriot* advocates the cause of high education and is grieved very much when the status of some of the colleges of Bengal was lowered. All rights in land destroyed, where will the country find students to supply the demand of our existing colleges? He is too an advocate of a competitive examination for the Civil Service, where will we find candidates to compete for the much coveted service? It is true, the Zamindars might send their children, but how many zemindars have done it, to inspire us with that hope? But above all, who will read the *Hindu Patriot* if Bengalee Babus are to be made hewers of wood, and tillers of the soil?

Thus, the reckless Journal would make Tirhoot of Bengal Proper and destroy every thing that we deem precious. Nadir Shah deluged Delhi with blood, but our contemporary would put the flower of Bengal to a slow and sure death. What do we deem most precious in Bengal? Her gentry, and the Mookerjeas and Banerjeas hurled to the level of common cultivator, what would remain of Bengal? If the writer had thrown out his suggestions as an *advocate*, they might have been excused. But no, he scorns to be an advocate of of any particular class or section. Ask him and he will deny that he is an advocate of the zemindars. For does he not say in the same article that he "does not care who wins". So he speaks in the interests of the public or rather the majority or the ryots. If you ask him he will unblushingly tell you that he is no body's advocate but is inclined rather favorably towards the ryots than the zemindars. And he goes with this assurance in his mouth before the Government! What, do you call them who declare themselves very good friends when they are deadly enemies? Alas! Alas for India! It is positively sickening to see the foremost Bengalees prostituting their talents in this way, cutting down the branch upon which they sit, trying to undermine the very source of their wealth, position, and general property.

Sir Richard Temple has taken a great deal of pain to collect materials to place the rent law in a satisfactory footing. He has taken the opinion of almost every body he came accross and is in possession of a vast number of facts in connection with the measure. It is not an exaggeration to say that he has taken the opinion of about 5000 native gentlemen on the subject. Whether the measure he proposes will serve to remove the present defects of the rent law we ara not prepared to say. But there is no questioning Sir Richard's earnestness in the matter. It is true that the solution which had commended itself to His Honor, at a somewhat early stage of his cogitations, was *ab initio* vicious, based as it was on the fictitious assumption that there were no intermediate holders between the Zemindars and the cultivators. But for this ruthless elimination of a whole host of Her Majesty's peaceful subjects from his calculations, it would hardly be fair to hold His Honor primarily responsible. We are inclined to think rather that His Honor was simply "sold" by his intrusive advisers. These be they who are ready enough to charge Government with acts of "spoliation," when the avarice of their masters is precluded from its arbitrary indulgences, but who would not scruple to inveigle an innocent Governor into a monstrous stroke of "spoliation" to minister to the cupidity of their constituents. Happily, however, there were experts at hand to open His Honor's eyes to the unmitigated "spoliation," into the perpetration of which he was well nigh driven, and once helped to see through the wily intrigues of those whose interest it was to sweep all intermediate holders out of existence, His Honor retraced his steps, and made amends for the omission he had unwittingly made, by recognizing them and their rights, in his opening address at the last meeting of the Bengal Council. His Honor said: "In the course of inquiry we have found that some increased, some enlarged definition, will have to be made of the term "occupancy ryot"; for it is found that the term "occupancy ryot" has got to be applied in some parts of the country to a class of persons who may be described almost as tenure-holders—that is to say, there is a class of occupancy ryots who hold considerable tenures, which tenures they sublet to other ryots, who hold from father to son, and who apparently may claim all the benefits of Act VIII of 1869, who are indeed in all respects virtually occupancy ryots. They really are middlemen or tenure-holders. Nevertheless these so-called middlemen are, by common acceptation of official terms, called occupancy ryots. That is the state of things which will require consideration at the hands of the legislature when we come to make the law precise." Such a deliverance from His Honor, indicating a professional insight into the real state of things, of which some one would fain have seen him kept in blissful ignorance to the last, sounded like the death-knell of clan-patriotism, and smarting under the horrors of the revelation, "Othello's occupation gone!" he raves, and swears that His Honor is mistaken. His Honor has been dreaming of the claims of a mythical order of beings, and the sooner he is disabused of the myth the better. He hastens, accordingly, to quote Babu Jogendra Chunder Mullik, the author of a Manual on Rent Law, in support of his strange contention. The quotation is voluminous enough, and impatient readers may be tempted to accept its relevancy on credit. But any one that has the patience to wade through it, cannot but be reminded of the principle of jugglery enunciated in their esoteric classes, by Professors of Humbug in England, viz., that of diverting the attention of spectators from the scene of action, and concentrating it on a mere redundancy. The beauty of the quotation is that it steers clear, quite artistically, of the question at issue. We will call his own witness and ask him to depose to the issue itself. Our quotations will not be long. "Where the suit is against an intermediate tenant, the enhencement ought to be made according to the pergunnah rate of the rents payable, *not by the ryots*, but by the holders of similar tenures. To assess such an intermediate tenant according to the rents paid by ryots, must necessarily deprive him of all beneficial interest in his tenure (9 W. R., P. C., 3, Baboo Dhunput Singh *v.* Baboo Gooman Singh.)" Again "An intermediate holder between the Zemindar and many ryots is not to be assessed at the full as rates payable by cultivating and residentryots, so as to render his holding void of all reasonable profit (6 W. R. Act X, 41, Gouree Pershad Dass, *v.* Ranee Surno moyee). These decisions unmistakeably establish the two positions for which we contend, viz., that there are intermediate holders between the zemindars and the cultivators, and that, on the question of rates, it would be egregiously iniquitous to put them on a level with the cultivators. We do hope that Sir Richard Temple will be pleased to see that the idea brought out in his opening address, is consummated in its integrity. Of course, it is the interest of the zemindars and their advocates to preach

the doctrine of the levellism of tenants. The existence of intermediate holdings at comparatively favorable rates, takes off so much from what the zemindars might otherwise squeeze directly out of the cultivators. And if by a legal manoevre, the intermediate holders could be levelled with the cultivators, and their enjoyment of more favorable rates imperilled, theirs would be quite a losing concern, and they would take the earliest opportunity to stand out of the way. But while the zemindars may thus have the desire of their souls, the country must needs go to wreck and ruin. It is these intermediate holders that constitute our "country's pride", and to sweep them off would be a deed of horror that might compare with the soul-harrowing revelations from Backergunge. They will have the alternative of taking to the plough themselves or of going empty. Brahmins and Kayastas cannot turn ploughmen for all the world, and so they must part with their holdiugs and with that independence of status, which yet preserves the country from absolute degradation. Sir Richard cannot allow such a calamity to overwhelm the nation, at the dictation of a selfish clan. It is a pity that there should be bickerings among the different classes of the people, and that we should find it necessary to go up to Government, for getting them adjusted. But unhappily, things do fare so ill as that, and we invoke Sir Richard's aid to nip in the bud, a bold conspiracy against our "country's pride," which "once destroyed," can "never be supplied."

SCRAPS AND COMMENTS.

The following account of the case Elilot *vs* Brown has been sent to us a correspondent:—

The account published in y our last issue about the quarrel etween Dr. Brown and Mr. Elliot the District Magistrate of Nasik is not quite correct. The facts of the case are as follows —

Dr. Brown en route from Bombay up towards Rhemdwa broke his journey at Nasik, where he put up in the stage Bangalow. The accommodations of the Bangalow did not satisfy the doctor and he went out forthwith in search of the Collector to lay his complaint before him. Mr. Elliot was within the bangalow on the play-ground with a couple of ladies. Dr. Brown without any ado, and without apeaking to Captain Wilson, to Mr. Hamilton or to any body else who were outside the bangalow, at once rushed into where Mr. Eliot was, and in a passionate manner commenced saying his say. Mr. Elliot remonstrated with him for his rudeness and in return was foully abused by Mr. Brown in presence of the ladies and other gentlemen. Let it be remembered, the time was that of evening before dark and not of midnight. Mr. Elliot did not try his own case but laid his complaint before Mr. Hamilton, the Assistant Magistrate, who was present on the spot. Mr. Hamilton commenced his proceedings immediately and got Dr. Brown arrested by Captain Wilson the Police Superintendent there and then. Dr. Brown's conduct and the fear that he might perhaps bolt off if let large justified Mr. Hamilton's instant procedure. During his trial which took place at once in Mr. Hamilton's court, Dr. Brown's behaviour was culpably savage. He damned the frying Magistrate, he damned the court and he damned every body. He was fined Rs. 50 but he flatly declined paying the fine. Instead, however, of sending him into the common jail to atone for his failure of paying the fine, as would have been the proper course to pursue. Mr. Hamilton was forbearing enough to hand over Brown in charge of the Police Inspector Mr. Prescot, who kept him the whole night at his private quarters persuading him by all means to pay the fine and thus escape the ignominiy of being dragged to the jail but no! the *European* Mr. Brown was not disposed to be docile, and, as the last recourse, he was of course dragged to the jail on the following day where he had to be shut up for a few hours. The natives had nothing to do with the payment of his fine. It was paid by Brown's professional brother Dr. Munday of the Nasik Hospital and Brown was released. But once out of jail and his conduct was even more savage than before. This one individual, a civilized European, stirred the whole town and the authorities fearing that he might commit some rash act were obliged to catch him as insane. He however soon became quieter and was at once released.

You will see from the above that Mr. Elliot is nothing whatever to blame. He is a perfect gentleman, very noble-minded and possessing high sense of justice; is a true friend of the natives, especially the Ryots and the people of Nasik on the occasion of his transfer to another district which took place lately showed their sense of Mr. Elliot's merit in their different meetings.

Sir Alexandar Arbuthnot will, in addition to his other duties, be the Financial Member of the Governor-General's Council till the arrival of Sir John Strachey from England.

The Frontier policy of the Government of India is rapidly developing itself. It is proposed to open a line of railroad from Sukkur (Sind) to the Bolan Pass.

The King of Burmah holds in great favor the Italians and the Frenchmen. Monsieur D'Avera, one of the leading Frenchmen at Mandalay, has been made by His Majesty a Woon, or Governor, and is now a paid servant of the Burmese Government.

The Bombay Government have sanctioned the expenditure of Rs. 1,08,000 on 108 miles of the Hubi and Sholapore road as far as the Kaladgi district, and Rs. 2,06,000 for 103 miles of Bellary and Chopore road, from Guduk to Dhulked; and Rs. 72,000 for a road going towards Belgaum and Vingorla.

In consequence of the famine, a Bombay *Government Gazette Extraordinary* has been issued containing the following notification:—"His Excellency the Governor in Council regrets that the state of affairs in the Deccan and Southern Mahratta Country at present compels him to notify, for the information of all Departments that, with the exception of casual leave and leave on medical certificate no leave of any description should be granted in any Department without express authority from Government, till further orders. It is to be understood that the power of the Revenue and Police Commissioners and the Survey Commissioners to grant privilege leave for one month is temporarily suspended."

A correspondent sent us (*Statesman*) a scandalous story from Chandernagore the other day which we suppressed as coming from an outsider. We have since learnt the following facts. It appears that a certain commercial gentleman celebrated for his keen appreciation of female beauty and possessing more money than morality, visiting the Municipal market one fine morning, was much impressed by a certain lady he saw there. It was in short a case of love at first sight. He was for a time helpless and unhappy till he unbosomed himself to a friend, and as Cupid and the Muse have much in common, no better selection perhaps could be made. The vanguard entered zealously into his friend's cause, traced the interesting object, struck up a stave in the key of B natural, and carried the lady off in triumph to Chandernagore, and there and then placed her in the arms of the almost desparing lover. This incident is just now the talk of the little town. The only drawback in the pleasant arrangement is that the lady happens to be the wife of another, who had endeavoured to bring her home but his way was effectually blocked.

We hear, says the *Bombay Times*, that Mr. James Hutton, who has been a valued contributor to our own columns, and who was formerly editor of the *Englishman*, will take charge of the *Madras Times* while the editor, Mr. Sutherland, is at home recruiting his health. "We can only say," writes the *Madras Athenæum*, after expressing regret at the cause of Mr. Sutherland's departure, that "that paper is fortunate in obtaining his services. Mr. Hutton is a journalist of many years' experience, extensive as it has been varied, and our contemporary will scarcely suffer in his hands."

What the Monsoon means? Mr. Pogson, the Madras Government Astronomer says:—

"By a popular miscomprehension the term monsoon is now usually but erroneously applied to the rain which accompanies the change in the direction of the wind in the months of May and October, instead of to the wind itself. "Change of Monsoon" would be a far more correct expression, and it must be remembered that the period for change is almost invariably a conflict for mastery between the departing and approaching monsoon of more or less duration within which and for some time after rain falls more abundantly than at any other season of the year. Thus agreeably to the above table, the South West monsoon prevails until October 10th, when the first indications of northerly wind may be expected, but the last trace of the summer monsoon wind is not generally lost sight of until November 1st. In 1865 the change was decisive on the exact mean date, October 10th, but this is an event of very rare occurrence.

The following is from an Australian correspondent of the *Englishman*:—

"And now I come to the account of the loss of racehorses, worth nearly £15,000, on board the *City of Melbourne*—a loss that cannot be recovered by the owner, as horses cannot be insured, or by the public, who had backed some of them for the Melbourne Cup, the Derby, and the Champion Race. The following is the telegram Augur sent of the occurrence:—

"The *City of Melbourne*, crammed with passengers and having on board eleven racehorses, comprising the flower of the Victorian studs, left Sydney at midnight on Saturday. On Sunday morning a strong southerly gale set in, and as the ship was not far from Jervis Bay, Joe Morrison requested Captain Paddle to return, in order to save the lives of the valuable animals under his charge, but the captain determined to face the gale.

"Soon after passing Cape St. George, the vessel shipped a number of heavy seas, and the gale increased to a hurricane. The wheel was smashed and the binnacle washed away, the ship at the time going round like a top. The crew behaved splendidly, and rigged a temporary steering gear, and as some of the horses had fallen, the captain at last determined to return; but the weather being hazy and thick, he could not ascertain rightly where he was, and put the ship's head to sea Then commenced the slaughter amongst the horses. Eros and Mr. Evans's Gwendoline filly were about the first to succumb, being washed on to the deck, and killed. Poacher followed, then Burgundy was killed. Nemesis was thrown on the deck, and was drowned where she lay; so was Sovereingn, Etoile du Matin having also been killed. The greatest loss of all was Robin Hood, who fell under the other horses, and notwithstanding the efforts of Davis, Morrison and Harris and the chief officer, he also was killed. In the meanwhile, the terrific seas that swept over the ship had carried away two boats, and smashed another. Then a fearful sea stove in one side of the engine-room, and the saloon was flooded with water. Men were kept employed baling out the cabins night and day.

"All day on Monday the gale blew with terrific force, and the ship kept dodging about at sea, most of the passengers fearing for her safety. Captain Stacpoole, of the Ship *Shannon*, kept up the spirits of the male passengers, and Mrs. Stacpoole those of the female passengers, though one or two of the latter created some alarm by their fears. Nearly every bed in the saloon was saturated with water, and few of the passengers slept night or day.

"On Tuesday morning there were signs of a slight improvement, and the captain steered a course for Sydney Heads. The Sylvia colt was the last of the horses to die, and then the Chrysolise colt and Redwood were the only two left and of the eleven shipped. The former fell down, and it was feared he would die, but Davis and Morrison struck to him manfully, and just as the colt appeared to be at the point of death, the Heads were sighted, and the ship was soon in smooth water."

Cholera has appeared in some of the famine districts,—at Sholapore and in portions of the Ahmednuggur and Sattara collectorates, and acording to later, accounts, in Poona.

A painful account of the state of matters in the famine-stricken districts reaches the *Bombay Guzette* in a letter dated Sholapore, 31st ultimo:—

On that day, at the Mungul Bazar, the Goojurs and other people brought abont 1,500 animals, of which 500 were taken into the compound of the Sholapore Spinning and Weaving Mills premises. These with the animals that were there before made a total number of 2,500. Fodder has considerably risen in price and is still rising. On the date above mentioned 15,000 animalss in all were brought for sale, and many more were expected to be brought in the next day. So great is the scarcity of fodder that many of the owners, for want of means to feed the animals left them in the compound of the mill premises and walked away. Arrangements were being made to send away the animals to station at a distance where grass or fodder could be had.

A correspondent of the *Statesman* sends that paper the following statements which the *Statesman* not unjustly calls "a very heavy scandal," and which Lord Lytton will probably redress when he knows what is done in his name:—

"His Excellency is now travelling through the Hill States bordering tbe Sutlej, and as he has a large party with him, his camp occupies the time and labour, at each stage, of some hundreds of coolies, all of whom are pressed (*begar*) into the service whether they like it or not, and receive payment only at the rate of two to four annas for three days attendance at the Viceregal camp. Furthermore, each man has to bring his own food for the three days, or go without. Yet this is not all. There are so many Government officials through whose hands the money for the payment of the coolies has to pass, that those coolies who only see a fractional portion of their two or four annas, feel thankful for the small mercy, and are off to their homes without complaint, fearing that they may be sat upon hereafter, if they demand their full two or four annas. I know one district that has had to supply 200 coolies, another 100 coolies, a third 100 coolies, a fourth 50 coolies (total 450) nearly for one stage,' Three hundred of those coolies had to come from their homes, two stages, about twenty-four miles, to the place where their services are required. They carry the luggage of the Viceregal party for half (six) or whole (twelve miles) stage as the case may be, and they are paid two or four annas for their labour; they then have to return to their homes, two stages. Now, a non-official travelling the same distance and making use of the same coolies has to pay ten, or twelve annas for each."

The *Lucknow Times* gives the following particulars of the condition of the Oudh estates and their owners:—

"Grievous complaints are made about tbe Government mismanagement of the encumbered estates in Oudh. We are credibly informed that some of the finest estates are involved more and more in debt; and in spite of the Oudh Relief Act and the strenuous exertions of Government offiers they are drifting more and more twowards ruin in proof of what we have said above. We will mention one estate, well-known to be one of the richest in Oudh. In 1868, the widow of the late Maharaja Mansing made over the management of his estate to Government. The estate was then indebted to the tune of nearly *two lacs* of rupees. The annual gross collections amount to upwards of *eight lacs*, so that the debt incurred was nothing to speak of. The original debt instead of being diminished is increased year by year, and it now amounts to *three lacs and a half*. This is not all. The revenue payments are not duly made, and the arrears of Government demand amount to nearly a lac of rupees. With proper management these four lacs and a half could be easily paid off. Far from this being the case the rents due from tenants and under proprietors have fallen into large arrears. We are told these come to nearly *nine lacs* of rupes. If these arrears could be realised by judicious management, the estate would at once be free from debt, and leave a large surplus behind. Not only are these arrears not collected, but a large portion of them are unwillingly allowed to be debarred from being collected by the statue of limitation. This is a sad state of affairs, and we would earnestly invite the attention of the Chief Commissioner to this matter, demanding an urgent enquiry."

A circular from the Board of Revenue says:—District Officers are informed that all applications or petitions presented to them under the Registration Act VII. (B. C.) of 1876 fall under the Court Fees' Act VII. of 1870, schedule II., heading 1 (*b*), and should bear a stamp of eight annas.

The *Pioneer* says:—

The Government of India has at last acknowledged the remonstrance of the High Court of the North-West Provinces in the Fuller Case, but without attempting to reply to it. The Court is simply and briefly informed that its communication has been received and will be forwarded to the Secretary of State for disposal. We must conclude that, even if the Crown find it difficult to frame a satisfactory reply to the arguments addressed to it, no time will be lost in giving them the same publicity, through the columns of the *Gazette*, which was afforded to the censure passed upon the Court. Those who remember the powerful appeal which the judges made in behalf of Mr. Leeds, the magistrate, who tried the case, will be disappointed to find the Government of India turn a deaf ear to it.

The *Pioneer* remarks:—"Nothing seems yet to have been settled about the the leave which Government officers will require to enable them to attend the Delhi Assemblage. We feel sure that the grant of such leave was included in the original design of the gathering, but the postponement of orders on the subject much longer will have the effect of rendering the gift useless, by leaving private visitors without the time they require for preparations."

A Rangoon paper tells a rather curious story:—

"A short while ago some agents, or ambassadors as they were styled, were sent by His Highness the Khedive of Egypt to His Majesty the King of Burmah. The "Embassy" originally consisted of two Egyptian gentlemen and their cook: one of the former died *en route* at Bombay, the other also died on arriving at Rangoon. The "Embassy," therefore, collapsed; but a few speculative persons in Rangoon hit on the happy thought of making the cook pass off on His Majesty as the Embassy. Accordingly h

proceeded to Mandalay, obtained an audience, and was lodged in the residence that had been provided for the late French embassy. The cook was treated with high honours, but unfortunately he was not equal to the occasion; the position was too great for him, and he fell sick. He was waited upon by a crowd of the Court physicians; their numbers at any rate, if not their skill, had the desired effect, and he became restored to health, and expressed his desire to return to Egypt. His Majesty provided ample funds for his expenses on the journey, and presented him with some valuable ruby rings, which he made over to his attendants. The Embassy, *i. e.*, the *quondam* cook, has lately returned to Rangoon, but he finds that his attendants have fallen from him. His cash is nearly also gone, and the rubies are not to be found. It is believed he is sheltered in one of the Mahomedan mosques in the town, and an ex-native doctor, who accompained him to Maudalay and back, is said to be wanted."

The excitement which was caused in England by the Bulgarian atrocities has entirely ceased. The London correspondent of the "Times of India" says:—

I think the "oldest inhabitant" hardly remembers anything to equal the extraordinary suddenness with which the Bulgarian atrocity agitation has subsided and collapsed. The reaction from sentimental enthusiasm to sober common sense has been marvellously rapid and complete. The *Daily News* which a month ago was bought up eagerly at all the bookstalls, now lies there in a neglected pyramid, and it is the *Daily Telegraph* that carries off the popular honours. The *Times* has, of course, veered round, and has given Mr. Gladstone the most severe castigation he has yet received. And Mr. Gladstone deserves it, for his conduct towards the Government has been exceedingly ungenerous and uncandid. Mr. Schuyler's book on Turkistan unmasking Russia and showing her in her true colours, Mr. Foster's speech to his constituents at Bradford, calling upon all patriotic Englishmen of whatever party to support the policy of the Government, and the steady and consistent opposition of the *Daily Teleraph* and *Pall Mall Gazette* of the Bulgarian agitation, are, I think, the three forces which have contributed to this revulsion of public feeling. We are strong anti-Russians now though a war with Russia would not be a popular war. In fact, no war would be popular just now, and even if there was a European war, I doubt whether the country would allow us on any consideration to be dragged into it. I believe that rather than engage in war this country would submit to any insult or sacrifice which did not absolutely affect the safety of the Empire. In this respect public sentiment has undergone a very great change since the days of the Crimean war. The fact is there is no country in Europe in which there is not a considerable quantity of good British money, and John Bull does not care to run the risk of losing the money he has lent."

Here is a list of the Presidents of the United States:—

General Washington first President	1789 and 1793
John Adams	1797
Thomas Jefferson	1801 and 1805
James Madison	1809 and 1813
James Monroe	1817 and 1821
John Quincy Adams	1825
General Andrew Jackson	1829 and 1833
Martin Van Buren	1537
General William Henry Harrison (died Aprii 4)	1841
John Tyler (elected as Vice-President) ...	1841
James Knox Polk	1845
General Zacnary Taylor (died July 9, 1850)	1859
Millard Fillmore (elected as Vice-President)	1850
General Franklin Pierco	1853
James Buchanan	1857
Abraham Lincoln (assassinated April 14, 1865)	1861 and 1865
Andrew Johnson (elected as Vice-President)	1865
General Ulysses S. Grant	1869 add 1873

Says the *English Mail*:—

While the great project of cutting a canal through the Isthmus of Suez has become an accomplished fact, and the scheme for connecting the Alantic and Pacific Occans by a water-way across the Isthmus of Darien appears on the eve of success, more draing engineering works under the sea seem to come into favour, and there is danger of our being carried too far in the triumph of success. The idea of constructing a submarine way from England to France is gradually gaining consistency on account of the efforts of the engineers of both countries who have been occupied in the preliminary survey, and it may be some day satisfactorily realized. The suggestion of a communication under the sea between England or Scotland and Ireland is more remote, and the enthusiastic engineer who first proposed it has apparently lost heart, for little is heard of it now. The most recent proposition, however, is more novel than any of its predecessors, and simply advocates the connection of Africa and Europe by a tunnel under the Straits of Gibralter. It is suggested that the tunnel should start from a point between Tarifa and Algesiras, on the Spanish coast, and come out between Ceuta and Tangiers, on the African side. The submarine part of the tunnel would be only nine miles long, but with an incline of 1 in 100. The tunnels of approach would be nearly six miles long on each side. The maximum depth of the sea at this point is said to be 3,000 feet, and as a "crust" of 300 feet is to be left between the bottom of the sea and the arch of the tennel, the latter will have to be 3,300 feet below the level of the sea. The originators of the scheme are of opinion that the cost will not exceed 4,6000.000*l.* sterling, and they argue that with this tunnel, and that between Calais and Dover open, there would be an overland route from London to India "without change of carrjage" if desired."

The Lahore Mahomedans held a meeting to express their sympathy with Turkey, and to raise subscriptions for the relief of the Turks. A sum of Rs. 1,500 has already, we learn, been subscribed.

We see it noticed in a home paper, that a missionary in India has sent an order for a vehicle which can be travelled in by day, slept in by night, and preached from at any time. It will be furnished with cooking utensils, bedding and books, and six oxen will draw it.

The *Sindian* learns from Larkhana that one Peter Desouza, a married Christian, at present connected with the Store Department of the Nowadhera division of the Indus Valley State Railway, was admitted to the Mohammedan religion on the 6th instant. The pervert is a son of the late Hospital Assistant of Jacobabad.

The Egyptian correspondent of the *Bombay Gazette* says that the laying of a second submarine cable from Suez to Bombay is to be commenced almost immediately. The *Seine*, *Kangaroo*, and *Hidernia*, with the cable on board, were to have been at Suez about the 24th October, and at once lay down the line, as far as Aden, and also the shore end at Bombay. They were then to return to England for the portion of the cable required to link Aden with Bomby, as well as that for the line between Rangoon and Penang. Mr. Charles Forde, Chief Engineer of the Eastern Telegraph Company, was at Suez waiting the arrival of the steamers.

The following special telegram from Sholapur, on the 6th instant, appears in the *Times of India*:—

"It is difficult to realize the distress. Yesterday 25 persons died of starvation and cholera. More than 2 lakhs of people have deserted the villages in this district, particularly in Talookas Karmala, Malshurus, and Sangola. Through the city above 25,000 persons have passed to the Nizam's Dominions. 40,000 cattle have been officially passed over to the Nizam to prevent further export of grain. Thousands wander not knowing where, thinking the famine to be local.

1,000 people fed to-day with cooked rice, but money is wanted—not grain. Of that there is a perfect block at the station and town.

Jowaree is 5 seers still. A re-action is expected. Grain-looting is becoming very common. Two little children died in Mr. Grant's house. The Bishop proposes to start an Orphanage at Poona, but on condition of the children boing Christianized.

700 cattle were wilfully deserted in this Mills' compound yesterday, and 10,000 are expected at market to-morrow, but there are no buyers.

It is rumoured on good authority that Mr. Grant stays here permanently.

Mr. Morarjee Goculdas holde a meeting to-night of the chief grain-holders to urge moderation in the price of grain."

The first cotton mill at Indor having proved so successful, Maharaja Holkar is about to erect another at a cost of five lakhs of rupees. The foundation stone of the new building was laid by the Maharaja's eldest son on the 4th instant.

An order from the High Court says:—

"It having come to the notice of the High Court that Pleaders who had qualified in the North-Western Provinces have been allowed by the Judge to practice in one district of the Lower Provinces, I am directed to intimate that this practice is contrary to rule, and to request that you will take care to see that none but persons duly qualified under the rules applicable to the Lower Provinces are allowed to practice.

Any certificates that may have been granted to pleaders or mookhtars who have qualified in other jurisdictions should be at once re-called."

A circular Order of the High Court to all district judges says:—

"It appears that, in dealing with uncontested applications for certificates under Act XXVII. of 1860, and other miscellaneous cases in which summons or notice to particular individuals is not issued and no objection is preferred, it is the practice in some districts for the Civil Courts to pass orders in respect of the amount of fee to be paid to the pleader by his client.

This practice has no warrant in law, and should be discontinued forthwith. Section 37, Act XX. of 1865, and the rules issued with Circular Order No. 22, dated 13th June 1866, provide only for the fees to be paid by the unsuccessful party for his adversary's pleader, while section 39 of the Act expressly leaves the fees payable by a party to his own pleader to be settled between them by private agreement.

The *Indian Statesman* says:—

The prejudices of a class of vulgar Englishmen in India are almost idcredible. One of the most common of them seems to be a belief, that if the people under our own administration shew a preference for native rule, it is not that they find that rule more conducive to their happiness or well being, or what they suppose to be so, but that under native rule they are permitted to defraud and murder each other with impunity. Our rule is a great deal too moral and too strict for them; or as the *Pall Mall Budget* and *Saturday Review* pointed out some months ago, they do not like being washed and made clean and kept in order, but have a perpetual longing to revert to the filth and crime from which our rule has rescued them. That it is just possible that the people find themselves better off under native rule than under our own, and that the institution of the "grog-shop" and the "bunniah" which we have set up in every village in the country, and a foreign adminstration of law with frightfully heavy stamp duties, civil processes of an iron severity before unknown amonst thom and violating their sense of justice, followed by the subversion of ancient rights and properties in favor of new and strange customs, with mushroom landlords over them who know nothing about the land,—that it is just possible we say, that it is these unhappy facts, of our administration that make all but the single class of traders and money dealers, regard our rule with aversion—never finds an entrance into the minds of the superciljous gentlemen who regard Camberwell and Hackney, pettifogging attorneyism, and pots of porter, freedom of contract, and one man as good as another aud better, as the final outcome of all civilization.

A CANDID CONFERENCE.

(*Or, What they Won't say to each other even if they have the chance*)

England.---Well, gentlmen, as we have all come together at last, let me open the proceedings by congratulating myself on the success which has attended my efforts to bring about so desirable a result. I am fond of congratulating myself; I am also fond of talking. Feeliug totally unable to send twenty thousand men to the Continent without involving a collapse of several public departments, I am, in a crisis like the present, naturally fond of talking. There is a fine moral British sort of ring about the phrase "talking things over calmly"; that suits my susceptibilities. I like to have my moral weight without paying for it; and after making that statement I think I may add that I have come here prepared to force nothing and to threaten nobody. In a word, what I hope to see accomplished is what could only be the upshot of a protracted, general, and bloody European war. But this I wish to see accomplished without fighting. Talking is the panacea; so, gentlemen, let us begin to talk and——

Russia.—Get it over quickly. I have lent my name to this foolery for the sake of keeping up some sort of show of regard for public opinion. But my programme is made up, and will be carried out every item of it to the letter. Talk yourselves hoarse if you like; but get it over quickly. I have set out for Constantinople, and I don't mean to be kept waiting.

ENGLAND.—Dear me, you surprise me, I know that like the ostrich, I am fond of plunging my head and limiting my vision by an inspection of my native sand; but by that last statement of yours you positively surprise me. That is burglary, not diplomacy.

GERMANY.—What's the difference? You don't know what you're talking about. Not diplomacy to come with a settled programme in your pocket! What do you think I am here for?

ITALY.—And I, what do you think I am here for? Why, even I have come with a settled programme. I don't know what it is, because it's all written out for me in German. But I am a brandnew "Great Power," and feel that it adds both to my dignity and security to hold firmly on to the coat-tails of a more powerful State.

AUSTRIA.—Contemptible, but like you. But we have met, so I understand it, to blind each other, not to speak the truth. My position is peculiar. I hate the Turk, I hate the Russian: in short, I think I hate everybody, especially my next-door neighbours. I have got some new artillery, and an extremely effective rifle, but I am so fond of diplomacy, I don't know what to do with them. What does England say?

ENGLAND.—Well, this is my view of the matter. I think I need scarcely insist that I am not here in the interest of the Turk. And as to the Christians in the revolted provinces, though utilised for party purposes at home, I am sure none of you will for a moment do me the injustice to believe that I care one brass farthing what becomes of them.

RUSSIA.—You may spare yourself explanations on that head. Talkative fool as you are, no one has ever accused you of a weakness for *practical* humanity. You are here like the rest of us, simply to serve your own selfish ends. I think, gentlemen, I correctly define the object of our presence at this ridiculous meeting!

All the Powers (*unanimously*).—Most correctly.

ENGLAND.—Just so. Though from a long course of such miserable rhodomontade as one imbibes at public meetings and of that muddleheaded word-spinning which is one of the blessings of a free and commercial press, I am not quite accustomed to plain speaking, yet I am nevertheless bound, as far as I am concerned, to accept the truth of that spontaneous affirmation. I am here for nothing but my own most selfish ends. I wish to preserve India. I have, however, been educated, and correctly educated I should say, in the belief that the key of an Asiatic Empire is to be found at Constantinople.

RUSSIA.—Precisely, and *that* is why I am going there. I have no other object in the world, I can assure you—there! Now, do come to the point. What are you gentlemen going to do to stop me?

FRANCE.—I? Nothing. On the contrary, my assistance is in the market. Everybody knows the price.

ITALY.—As for my stopping you, I am a brand-new first-class Power, and should like to do something to distinguish myself; and I do mean to do something, but I don't know what it is. Ask Germany.

GERMANY.—It's no use asking me, I have got my hands full; but if anybody is getting too big or too little, and there's no chance of my getting called to account, I shall help to throttle them. That's the advantage of having a united fatherland. It's so cohesive that you are afraid of nobody. What does Austria say to *that*?

AUSTRIA.—That haven't forgotten Koniggratz., but we'll talk about that later. Enough that, for the moment, I don't intend to have another burglar on the other side of me. I am, however, so fond of what I call diplomacy that I confess I don't exactly know what to do. England has most at stake: what's *she* going to do?

RUSSIA.---I second that suggestion. It would be both instructive and amusing to know what Eagland intends to do.

ENGLAND.---Well, gentlemen, as I make no secret of my policy, I shall be most happy to enlighten you. As my Indian Empire is at stake, and as the possession of Constantinople by Russia must lead to its disintegration and eventual loss, I shall do my utmost to prevent her establishing herself upon the shores of the Bosphorus. By my utmost, I mean this. In the event of her seizing the revolted provinces, I shall protest and express my astonishment in fitting diplomatic language. I shall, moreover, probably give orders to my fleet to manoeuvre mysteriously in Turkish waters. This in the hope of frightening something or somebody. These demonstrations falling, and a large Russian invading force at the same time advancing on Constantinople, I shall probably, if Parliament be not sitting, convulse myself with another miserable and disgraceful party struggle; but I shall *do* nothing. The Sultan flying to Asia, and Russian dragoons stabled in St. Sophia, I shall instruct my Ambassador accredited to the ex-Sublime Porte to say that her Majesty's Government "doesn't like it." Meantime I shall receive the moral support of an enthusiastic press, as willing to pander to the unfathomable stupidity of the nation as it is to eat its own words quite heartily once a fortnight. I shall see Indian securities fall ten per cent. in one afternoon. I shall receive private intelligence from Calcutta of a threatened Mahomedan rebelion; I shall hear of Russian agents prowling about the North-western Provinces, and discover that large forces of Muscovite troops are collecting under the spurs of the Himalayas. I shall receive these interesting items of intelligence not without well-founded astonishment. But I shall *do* nothing. Therefore, in the present crisis I think I may safely say that, whatever happens whether Russia flies at Turkey, or at Austria, or all three fly at each other; whether the Turk be stamped out of Europe or the Bulgarian be stamped into it; whether the conflagration spread, und the flame of war, which a bold and determined policy now on my part might quench, reach the too ready fabric of adjacent Powers, and so involve the whole of Europe in a blaze of ruin, the like of which this century has not yet seen; whether my interests rise or fall; whether my shores be threatened, and my very empire totter to its base I shall not stir. For the last time, gentlemen, let me impress upon you, whatever happens, I shall possibly protest, *but*, I shall do---nothing.

RUSSIA. Thanks. Has anybody got anything else to say?

ALL the powers (*unanimously*). Nothing.

RUSSIA. Then the sooner we begin to fight the better.

——*Vanity Fair Oct.* 14.

☞ *Printed and published by C. N. Roy No. 2, Ananda Chatterjee's Lane, Baybazar, Calcutta.*

বাণিজ্য ব্যবসায়ের দুইটী প্রধান পথ তাহারা অধিকার করিবে এবং ইহা দ্বারা রুশ গবর্ণমেণ্টের ইউরোপে অতিশয় আধিপত্য বাড়িয়া উঠিবে। প্রশিয় ও অষ্ট্রিয় প্রভৃতি গবর্ণমেণ্ট তাহা হইতে দিবেন না, কিন্তু রুশ সম্রাটের বক্তৃতা দ্বারা বোধ হয় যে প্রশিয় অষ্ট্রিয় প্রভৃতি রাজ্য তাঁহার সঙ্গে যোগ দিয়াছেন। রুশ গবর্ণমেণ্টের যত বল বৃদ্ধি হউক তাহারা যে এবা পৃথিবীর প্রধান২ জাতির সঙ্গে যুদ্ধ করিতে পারিবেন তাহা বোধ হয় কেহ বিশ্বাস করেন না। রুশ সম্রাট নির্ব্বোধ নন এবং বিবেচনা না করিয়াও কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত হন না। ইহাতে সন্দেহ হয় যে প্রশিয় ও অষ্ট্রিয়ার সঙ্গে রুশ সম্রাট গোপনে কি রূপ বন্দবস্ত করিয়াছেন অথবা বিসমার্ক উভয় ইংলণ্ড রুশিয়াকে লইয়া ক্রীড়া করিতেছেন। ষাঁড়ের শত্রু বাঘে খায়, তাহার এরূপ ইচ্ছা থাকিতে পারে। হয়ত ইংলণ্ড ও রুশিয়াকে বিবাদ বাঁধাইয়া আপনি বসিয়া ধূমা খাইবেন এই রূপ মনস্থ করিয়া থাকিবেন। যাহা হউক ইংলণ্ডের এবার নিতান্ত হাত এড়াইয়া যাইবার বোধ হয় আর কোন পথই নাই। তুর্কিকে বিপদ কালে পরিত্যাগ করিয়া যদি পলায়ন করেন তাহা হইলে ইংলণ্ডের শুদ্ধ কলঙ্ক হইবে না এখন ইংরাজেরা তুর্কি দেশে যেরূপ আধিপত্য করিতেছেন রুশেরা সেখানে সেই আধিপত্য করিবে। তাহা হইলে রুশেরা অনায়াসে মীশোর দেশে প্রবেশ করিতে পারিবে এবং রুশেরা যখন মনে করিবে তখনই ভারতবর্ষ আক্রমণ করিবে। রুশকে অপদস্থ করা ভিন্ন ইংলণ্ডের এখন আর কোন উপায় নাই এবং ইহা যাহাতে পারেন, অস্ত্র যুদ্ধেই হউক আর কৌশল যুদ্ধেই হউক।

আমরা এই পত্র খানি এখানে প্রকাশ করিলাম:—

"বেহার হেরাল্ড" নামক ইংরাজি পত্রিকা খানি কি কারণে প্রকাশ হইতেছে না ইহা জানিবার নিমিত্ত অনেকেই সমুৎসুক, এজন্য সর্ব্ব সাধারণের গোচরার্থে নিম্নলিখিত সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিখিতেছি।

ইং ১৮৭৫ সালের মার্চ মাস হইতে "বেহার হেরাল্ড" প্রকাশারম্ভ হইয়া ১৮৭৬ সালের অক্টোবরের প্রারম্ভে বন্ধ হয়। কারণ এই যে প্রিণ্টর ও কম্পোজিটরদিগের মধ্যে বিবাদ হওয়াতে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট যাইতে হইয়াছিল। ইহাতেই আগুন লাগিল। কম্পোজিটরেরা প্রিণ্টরের বিপক্ষতাচরণ করা হেতু প্রিণ্টর মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট নালিস করে যে, কম্পোজিটরেরা তাহাকে যৎপরোনাস্তি অপমান করিয়াছে ও অকারণে তাহার প্রতি অত্যাচার করিতে উদ্যত হইয়াছে। মোকর্দ্দমাটী উপস্থিত হইলেই হুল-স্থূল পড়িয়া গেল, যে হেতু মাজিষ্ট্রেট সাহেব জিজ্ঞাসা করেন ইহার অধ্যক্ষ কে? প্রিণ্টর বলে দুর্গাগতি বন্দ্যোপাধ্যায়। এ স্থলে অনেকে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে এ কোন্ দুর্গাগতি? এজন্য বলিতে হইল, ইনি এখানকার কমিসনরের পারস্নেল আসিষ্টাণ্ট। তৎপরে কয়েক জন ভদ্র ও গবর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারীর সাক্ষ্যে এবং পত্রাদি দ্বারা তিনি যে অধ্যক্ষ তাহা এক প্রকার প্রমাণ হইয়াছে, এবং কম্পোজিটরদিগের প্রত্যেকের এক শত টাকার হাজির জামিন ও ছয় মাসের মধ্যে শান্তি ভঙ্গ না হয় এ জন্য এক শত টাকার ফেল জামীন (মোচলকা) লইয়া মোকর্দ্দমা নিষ্পত্তি হইয়াছে। কিন্তু "বেহার হেরাল্ড" লেখে কে? যে হেতু গবর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারী হইয়া এক খানি প্রকাশ্য সংবাদ পত্রের অধ্যক্ষতা করায় উক্ত পারস্নেল আসিষ্টাণ্ট বাবুর বিপক্ষে মাজিষ্ট্রেট সাহেব কমিসনর সাহেবের নিকট রিপোর্ট করিয়াছেন, কমিসনর সাহেব উক্ত রিপোর্ট দৃষ্টে আসিষ্টাণ্ট বাবুর নিকট কৈফিয়ৎ চাহিয়াছেন। আসিষ্টাণ্ট বাবু তাঁহার এজাহারে তিনি অধ্যক্ষ থাকা অস্বীকার করেন, কিন্তু তাঁহার হস্তাক্ষর ও অন্যান্য প্রধান২ ব্যক্তির পত্র দৃষ্টি করতঃ মাজিষ্ট্রেট সাহেব সুবে তাহার সাক্ষ্য অগ্রাহ্য করিয়াছেন। এক্ষণে দেখিতেছি বাবুর সমূহ বিপদ। এখানকার বিচক্ষণ কর্ম্মদক্ষ, অপক্ষপাতি মহৎ গুণ বিশিষ্ট কমিসনর মেঃ বেলী সাহেব অনুগ্রহ করিয়া যে বাবুকে মার্জনা করিবেন এমন কথা কাহার ও মুখে শুনিতেছি না। আর একটী চমৎকার ব্যাপার এই যে উক্ত আসিষ্টাণ্ট বাবুর এই বিপদে অন্তরে প্রায় অনেকেই সন্তুষ্ট। কেবল যে এ দেশীয় লোকে আমোদ করিতেছে এমন নহে, শুনিতেছি অনেক বড়২ সাহেব না কি ওঁহার প্রতি অসন্তুষ্ট। ইহাতে আমরা বড়ই দুঃখিত। আবার শুনিতেছি গয়া গবর্ণমেণ্ট স্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত বাবু শ্রীকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে লইয়াও টানাটানি হইতেছে কারণ তিনিও নাকি গবর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারী হইয়া "বেহার হেরাল্ডের" কার্য্য সম্পাদন করিতেন ও ইহার এক জন লেখক ছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ বাবু অতি ভদ্র লোক, কোন গোলযোগে থাকেন না, কিন্তু তিনিও বুঝি এই সঙ্গে বিপদে পড়িলেন। আর ২ যাহারা গবর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারী নহেন অথচ "বেহার হেরাল্ডে" লিপ্ত ছিলেন তাহারা এক্ষণে অন্তরে থাকিয়া ইহার শেষ ফল কি ফলে দেখিবার জন্য অপেক্ষা করিয়া রহিয়াছেন। এই ত দেশের উন্নতির লক্ষণ! বস্তুতঃ চাকরী যাহাদিগের উপজীবিকা নির্ব্বাহের এক মাত্র অবলম্বন তাহারা ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের নিয়মের বহির্ভূত কোন কর্ম্ম করিলে এই রূপ গোলযোগে পতিত হইতে হইবে, ইহাতে বিচিত্র কি! ইহাও অতি আশ্চর্য্যের বিষয় প্রায় দেড় বৎসর কাল যে "বেহার হেরাল্ড চলিয়া আসিতে ছিল তাহা একটি সামান্য মকর্দ্দমা লইয়া এক কালে বন্ধ হইয়া গেল। ইহার ভিত্তি যে সুদৃঢ় ছিল না ইহাতে কণা মাত্রও সংশয় নাই। সম্পাদক মহাশয়! এমত অবস্থায় একটী পায়েরবল মকর্দ্দমা উপস্থিত হইলে কি হইত?

এ বিষয়র শেষ ফল কি হয় তাহা আপনার পাঠক বর্গকে বিস্তারিত করিয়া জানাইতে ইচ্ছা রহিল।

খাঁকিপুর।

ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান নগর মাত্রে মুসলমানেরা তুর্কির সাহার্য্যের নিমিত্ত সভার আহ্বান করিয়াছেন। সম্প্রতি বরদায় একটি মুসলমানের সভা হয় এবং সেখানে ইহার নিমিত্ত ৩ হাজার টাকা সংগ্রহ হইয়াছে। আমাদের বিশ্বাস মুসলমান ও হিন্দু এ কর্ত্তব্য না হইলে ভারতবর্ষের মঙ্গল হইবে না। ভারতবর্ষের হিন্দু ও মুসলমান উভয়ই জাতি পতিত অবস্থাপন্ন। স্বাভাবিক গুণের বিপর্য্যয় অথবা পাপের শ্রীবৃদ্ধি না হইলে কোন উন্নত জাতির অধোগতি হয় না। হিন্দু ও মুসলমানের পাপের বৃদ্ধি হয় এবং স্বাভাবিক গুণের বিপর্য্যয় হয় এবং এই নিমিত্ত উভয় জাতি এখন এক দশাপন্ন হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু উভয় জাতির যদিও এক দশা কিন্তু উভয়ই এক রূপ পাপি নহে। হিন্দুরা আত্ম কলহ স্বার্থপরতা, বিশ্বাস ঘাতকতা প্রভৃতি পাপে মগ্ন, মুসলমানেরা নিষ্ঠুরাচরণ ও বিলাস ভোগে মগ্ন। উভয় জাতির সুতরাং ভিন্ন গুণে অপলোপ হইয়াছে। ইহারা একত্র হইলে অনায়াসে পরস্পরের অভাব মোচন করা যাইতে পারে এই রূপ একত্রিত হইবার এই একটি মহা সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে। যুদ্ধে প্রপীড়িত ব্যক্তিদিগের প্রতি দয়া ও মমতা দেখান ঐশ্বরিক গুণ। ইহা যে কোন জাতিরই প্রদর্শন করিলে মহা পুণ্য উপার্জ্জন হয়। আমেরিকায় যে বার যুদ্ধ হয় সে বার আমরা লাঙ্কশয়ার প্রভৃতি স্থানের খৃষ্টানদিগকে বিস্তর অর্থ দান করিয়াছিলাম তাহাতে আমাদের অধর্ম্ম হয় নাই। হিন্দু শাস্ত্র বিধর্ম্মির জল স্পর্শ ও ছায়া উল্লঙ্ঘন করা নিষেধ করুন কিন্তু বিপদাপন্ন বিধর্ম্মিকে সাহায্য দান করা যে অতি মহৎ কার্য্য ইহা পদে২ বলিয়াছেন। মুসলমানেরা যেরূপ বলেন কাফেরকে বধ করিলে তাহাদের স্বর্গে গতি হইবে খৃষ্টানেরা যে রূপ বলেন যে যাহারা খৃষ্টান ধর্ম্ম অবলম্বন করেন নাই তাহাদের চিরকাল নরক ভোগ করিতে হইবে হিন্দুরা তাহা বিশ্বাস করেন না সুতরাং তুর্কির বিপদাপন্ন মুসলমানদিগের নিমিত্ত যদি হিন্দুরা অর্থদান করেন তাহা হইলে তাহাদের ঐহিক ও পারত্রিকের মঙ্গল হইবে। এবার যদি আমরা তুর্কির নিমিত্ত ভারতবর্ষস্থিত মুসলমানদিগের সঙ্গে সহানুভূতি দেখাই তাহা হইলে মুসলমানেরা আমাদের নিকট চিরকাল বাধিত থাকিবেন। হিন্দুদিগের কোন বিপদ হইলে তাঁহারা আমাদিগকে পরিত্যাগ করিবেন না। ভারতবর্ষ যদিও হিন্দুদিগের দেশ তথাচ এখন এখানে মুসলমানদিগের সংখ্যা নিতান্ত কম নহে। হিন্দুরা মুসলমান অপেক্ষা জনে অধিক হইতে পারেন কিন্তু ধনে ও আধিপত্যতে যে ইহারা তাহা অপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন নহেন তাহা বোধ হয় সকলে বিশ্বাস করেন। এ রূপ ধন ও ক্ষমতাশালী সম্প্রদায়টিকে যদি হিন্দু জাতি বাধ্য করিতে পারেন তাহা হইলে তাহারা দেশের বিস্তর মঙ্গল করিতে পারিবেন।

ব্রিটীশ ভারতবর্ষ হইতে অনেক লোক নিজামের রাজ্যে গমন করিতেছে। সেবার বেহারে যখন মন্বান্তর উপস্থিত হয় তখন অনেক লোক নেপালে গমন করে। ইংরাজেরা বলেন যে ভারতবর্ষবাসীরা ইংরাজ রাজ্যে অপেক্ষাকৃত সুখে বাস করে, অথচ ইংরাজ রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া দেশীয় রাজাদের রাজ্যে লোক গমন করিতেছে। এবার বোম্বাইয়ে যেরূপ দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইয়াছে নেজামের রাজ্যেও সেই রূপ অন্ন কষ্ট উপস্থিত। সেবার বেহারের ন্যায় নেপালেও অন্ন কষ্ট উপস্থিত হইয়াছিল। কিছু দিন হইল কোন স্থান হইতে এক জন পত্র প্রেরক লিখেন যে প্রতি বৎসর বিস্তর লোক ইংরাজ রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া এ দেশীয় রাজাদিগের রাজ্যে গমন করিয়া থাকে, অথচ ইংরাজের ভারতবর্ষের সর্ব্বোৎকৃষ্ট অংশ সমুদয় অধিকার করিয়াছেন। লর্ড লরেন্সের সময় একবার অনুসন্ধানা দ্বারা প্রকাশ হয় যে ইংরাজ সুশাসন অপেক্ষা দেশীয় রাজাদগের অসভ্য শাসনে এ দেশীয়েরা সুখে বাস করিতেছে। গবর্ণমেণ্ট বুঝিয়াও বুঝিতেছেন না, কিন্তু এদেশীয়দিগের অবস্থা দিন দিন এরূপ শোচনীয় হইতেছে যে ভারতবর্ষ হইতে অপর দেশে গমন করার সুবিধা নাই, ভারতবর্ষ পর্ব্বত ও সাগর বেষ্টিত এবং এ দেশীয়েরা নির্ধন এবং ইহাদের উদ্যোগ ও সাধ্য নাই, নতুবা এত দিন সহস্র২ লোক এ দেশ ত্যাগ করিয়া অন্যত্র গমন করিত। আমাদের শারীরিক মানসিক কোন সুখ নাই। পীড়াতে দিন২ জরাজীর্ণ হইতেছি, ক্রমে অল্পায়ু ও জীবনশূন্য হইয়া পড়িতেছি, ক্রমে ভদ্র বংশের লোপ হইতেছে এবং দেশ নির্ধন হইতেছে মন্বন্তর ঝড় প্রভৃতি দুর্দ্যোগে সর্ব্বনাশ করিতেছে, আইন প্রণেতা ও বিচারপতিরা দেশের মধ্যে এরূপ আত্ম কলহ উপস্থিত করিয়াছেন যে এরূপ একটী পরিবার পাওয়া যায় না যেখানে কিছু মাত্র শান্তি আছে। ইউরোপীয় সভ্যতা আসিয়া আমাদিগের অভাব দিন২ বৃদ্ধি করিতেছে অথচ দিন২ অর্থের অনটন হইতেছে, ইংরাজ শিক্ষা দ্বারা দিন২ আমাদের উচ্চাভিলাসের বৃদ্ধি করিতেছে অথচ এ অভিলাস পূর্ণ হওয়ার কোন সুবিধা নাই। আমাদের এই রূপ শোচনীয় অবস্থা এবং গবর্ণমেণ্ট ইহা জানিয়াও জানেন না এবং দেখিয়াও দেখেন না। এরূপ অবস্থাতে লোকে ইচ্ছা করিয়া বাস করিতে পারে না এবং সুযোগ থাকিলে লোকে এরূপ অবস্থা হইতে পরিত্রাণের যত্ন করে। তবে আমাদের ভরসার মধ্যে গবর্ণমেণ্টে অনেক স্থানে ইচ্ছা করিয়া আমাদের এরূপ শোচনীয় অবস্থায় নীত করেন নাই এবং আমাদের অবস্থা উন্নতি করার ইচ্ছা গবর্ণমেণ্টের দিন দিন প্রকাশ করিতেছেন।

বিজ্ঞাপন।

A TREATISE

On the modern History of the Indian Chiefs, Rajas, Zemindars &c. is in the course of compilation.

The compiler has already secured the kind patronage of several Native Chiefs, Rajas and Zemindars with short accounts of their lineage, charitabie Acts &c.

Rajas, Zemindars, and Talookdars who desire to record their names in this work, will forward to the undersigned at an early date a brief account of their family, together with such informations as may be considered important and interesting to the public.

Subscription in advance per copy Rs. 4 " "
Packing and postage 1 " " Rs. 5

LOKE NATH GHOSE
No. 254, Upper Chitpore Road
Calcutta.

অর্শরোগের অব্যার্থ মহৌষধ !!!

১১ দিবস ব্যবহারে সম্পূর্ণ আরোগ্য হইতেছে।

মূল্য ।৵৫ আনা ডাক মাশুল দেড় আনা

শ্রীকরালীচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

৪৮নং মলঙ্গা লেন বহু বাজার কলিকাতা

সংবাদ।

—গত বার মুর্শিদাবাদ পত্রিকা হইতে আমরা যে পরম হংসের কথা লিখি, মাজিষ্ট্রেট সাহেব তাহাকে ছাড়িয়া দিয়াছেন। এ ঘটনাটী বহরমপুরে গোরা বাজারে হইয়াছিল।

—দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত দেশে আলাহাবাদ হইতে বিস্তর সোর আমদানী হইতেছে।

—আগামী ফেব্রুয়ারি মাসে ভারতবর্ষীয় মেডিকেল সরবিসের নিমিত্ত লণ্ডনে পরীক্ষা হইবে। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ২৭ জনকে গবর্ণমেণ্ট ভারতবর্ষে কর্ম্ম দিবেন। আবার ভারতবর্ষীয় রয়েল ইঞ্জিনিয়ারদিগের পরীক্ষা জুন কি জুলাই মাসে হইবে। পরীক্ষার্থীদিগের ৪৭ জন এদেশে কর্ম্ম পাইবেন। এই দুই পরীক্ষার্থীর মধ্যে এ দেশীয় কেহ আছেন কি না তাহা আমরা জানি না যদি থাকেন তবে দুই কি এক জন মাত্র। অপর ৭০। ৭১ জন ইংলণ্ড হইতে এদেশে আসিবেন। ইহারা এদেশ হইতে অর্থ উপার্জ্জন করিয়া ইংলণ্ডকে ধনী ও ইংরাজ জাতির মঙ্গল করিবেন। ভারতবর্ষবাসীদিগের দিন দিন যেরূপ দুর্গতি হইতেছে তাহাতে ইহারা যে দীর্ঘকাল জীবিত থাকিবেন তাহা বোধ হয় না। যে জাতির পিতামহের ৮০ বৎসরে মৃত্যু হইয়াছে, পিতার মৃত্যু ৫০ বৎসরে হইয়াছে সে জাতির ধ্বংশের আর অধিক বিলম্ব নাই। কিন্তু তথাচ যদি প্রকৃতি দেবী দয়া করিয়া যদি নিজ গুণে হিন্দু জাতিকে রক্ষা করেন এবং কালে যদি ইহারা প্রবল ও গণ্য মান্য হইয়া উঠেন তাহা হইলে ভারতবর্ষ যে ভিন্ন জাতি অধিকার করিয়াছিল সে জন্যে তাহারা তত লজ্জিত হইবেন না, মুসলমান ও খৃষ্টান যে এখানে আসিয়া আধিপত্য করিয়াছিল ইহাও মনে করিয়া তাহারা তত লজ্জিত হইবেন না কিন্তু এ দেশে সিবিল সরবিস, সিবিল ইঞ্জিনিয়ার ও সিবিল মেডিকেল সর্বিস প্রভৃতি বিভাগের নিমিত্ত যে অপর দেশ হইতে ইংরাজদিগের লোকের আমদানি করিতে হয় ইহা দেখিয়া তাহারা প্রকৃত কষ্ট পাইবেন। শুদ্ধ পরাজিত হইয়া পরাধীন অবস্থা হওয়া কতক ভাগ্যের লেখা। প্রুশিয়েরা অনায়াসে ফ্রান্স অধিকার করেন। যদি অসভ্য জাতি সমুদয় ঐক্য হয় এবং আমেরিকাকে যদি অন্য কোন জাতি সাহায্য না করে তাহা হইলে পৃথিবীর প্রধান জাতির অসভ্যদিগের অধীনস্থ হইতে হইবে। সুতরাং হিন্দু জাতি তাহাদের পূর্ব্ব পুরুষদিগের পরাধীন অবস্থার কথা স্মরণ করিয়া তত দুঃখিত হইবেন না কিন্তু তাহারা যখন দেখিবেন হিন্দু জাতির মানসিক শক্তিরও বিপর্য্যয় হইয়াছিল, তাহারা সামান্য রাজ কার্য্যের নিমিত্ত উপযুক্ত ছিলেন না তখন তাহারা প্রকৃত দুঃখিত হইবেন। ভবিষ্যৎ কালের কথা দূরে থাকুক এখন অপর দেশস্থ লোকে যখন পাঠ করে যে ভারতবর্ষের রাজ কার্য্যের নিমিত্ত অপর দেশ হইতে ইংরাজদিগের ইংলণ্ড হইতে লোক লইতে হইতেছে তখন তাহারা আমাদিগকে কি ভাবে। এই নিমিত্ত যখন প্রিন্স অব ওয়েলস এ দেশে আগমন করেন তখন অসভ্যেরা কি রূপ যুদ্ধ করে তাহাই দর্শন করিবার নিমিত্ত আমেরিকা হইতে কয়েক জন সৈনিক এখানে আগমন করিয়া ছিলেন। বিলাতে এ দেশীয়েরা গেলে অনেকে ভাবে যে কাফ্রিরা আমাদের আত্মীয় কুটুম্ব। লোকের এই রূপ বিশ্বাসে আমরা কিছু ক্ষতিগ্রস্ত হই। যদি এটি রাষ্ট্র হইত যে আমরা ইউরোপীয় কি মার্কিনদিগের ন্যায় সুসভ্য না হই কিন্তু অসভ্য নহি তাহা হইলে সভ্য জাতিদিগের অনেকে এত দিন আমাদের সঙ্গে আত্মীয়তা করিতেন এবং এরূপ আত্মীয়তা হইলে যে আমাদের বিস্তর মঙ্গল হইত তাহার কোন ভুল নাই।

—মাউণ্ট আরারাট ১৭২১২ ফিট উচ্চ। এই উচ্চ পর্ব্বতোপরি সম্প্রতি এক জন সাহেব আরোহণ করেন। ইতি পূর্ব্বে এই পর্ব্বতে আর দুই জন সাহেব আরোহণ করিয়া ছিলেন। বাইবলে বলে যে আরারট পর্ব্বতে নোয়া আর্ক নামক জাহাজ নঙ্গর করিয়াছিলেন। পর্ব্বত আরোহী এই জাহাজের ভগ্ন অংশ সমুদয় পর্ব্বতের উপর প্রাপ্ত হইয়াছেন। সাহেব নাকি এই ভগ্ন অংশ সমুদয় সংগ্রহ করিয়া আর্ক প্রস্তুত করিবেন এই রূপ মনন করিয়াছেন।

—গত শনিবারের পাওনিয়ারে তারে এই সম্বাদটি প্রকাশিত হইয়াছে। কার্ণুল নামক স্থানে ভয়ানক দাঙ্গা হইয়া গিয়াছে। এখানকার লোক অন্নাভাবে ক্ষিপ্তবৎ হইয়া যে স্থানে আহারীয় দ্রব্যাদির বাজার সেই স্থান লুণ্ঠন করিবার উদ্যোগ করে পোলিস বাজার রক্ষা করিতে গমন করে। পোলিসের প্রতি ইহারা আক্রমণ করিয়া পোলিসকে তাড়াইয়া দেয়। মাজিষ্ট্রেট সাহেব শেষে বাজার রক্ষা করিতে গমন করেন। তাহারা মাজিষ্ট্রেটকেও আক্রমণ ও ভয়ানক রূপে আহত করে। এই দাঙ্গাতে মাজিষ্ট্রেট, পোলিস ইনেস্পেক্টর ৪০ জন কনেষ্টেবেল এবং অপর অনেক লোক আহত হইয়াছে। মাজিষ্ট্রেট সাহেব পরাস্ত হইয়া গবর্ণমেণ্টে এ বিষয় লিখেন। গবর্ণমেণ্ট এই দাঙ্গা নিবারণের নিমিত্ত এক দল সৈন্য এবং অনেক গুলি পোলিস কর্ম্মচারী সেখানে প্রেরণ করিয়াছেন। অনেকে অনুমান করিতেছেন সেবার বাঙ্গলায় যেরূপ দুর্ভিক্ষ হইয়াছিল এবার তাহা অপেক্ষা ভয়নক দুর্ভিক্ষ হইবে অন্ততঃ বাঙ্গালাতে এরূপ দাঙ্গা হইয়া ছিল না এবং মাজিষ্টেট ও পোলিস আহত হইয়া ছিলেন না। গবর্ণমেণ্টের কোথায়ও সৈন্যদল প্রেরণ করিতে হইয়া ছিল না। এ দেশের এই রূপ দুরবস্থা এখন কোন প্রাণে লোকে দরবার লইয়া আমোদ করিবে তাহা আমরা বুঝিতে পারি না।

—পূর্ব্বে রাষ্ট্র হয় যে দিল্লীর দরবারে ৬০ লক্ষ টাকা ব্যয় হইবে। টাইমস পত্রিকায় প্রকাশ হয় যে এত টাকা ব্যয় হইবে না। লক্ষ চল্লিশেক ইহার নিমিত্ত ব্যয় হইবে। সম্প্রতি পাইওনিয়ারে প্রকাশিত হইয়াছে যে দরবারের নিমিত্ত ১০ লক্ষ টাকার কম ব্যয় হইবে। দরবারের নিমিত্ত যে রূপ আয়োজন হইয়াছে যে রূপ দেশ বিদেশে নানাবিধ লোক নিমন্ত্রিত হইয়াছে, তাহাতে অনেকে অনুমান করিতেছেন যে শুদ্ধ নিমন্ত্রিত ব্যক্তিদিগের পথের ব্যয় এবং তাহাদের অন্যান্য ব্যয়ের নিমিত্ত গবর্ণমেণ্টের ৪।৫ লক্ষ টাকা ব্যয় হইবে। এক জন চিত্রকর ইংলণ্ড হইতে আসিতেছেন তিনি প্রায় লক্ষ টাকা লইবেন। দরবারের অপর সমুদয় ব্যয় ৩। ৪ লক্ষ টাকায় যে নির্ব্বাহ হইবে আমরা এরূপ বিবেচনা করি না। তবে এক হইতে পারে যখন দিল্লী দরবারের প্রথম অনুষ্ঠান হয় তখন বোম্বাই ও মান্দ্রাজের দুর্ভিক্ষ আরম্ভ হয় নাই, পূর্ব্ব বাঙ্গলার সর্ব্বনাশ হইয়া যায় এবং ইউরোপের অবস্থা এরূপ ভয়ানক হইয়া দাঁড়াইয়াছিল না। সুতরাং গবর্ণমেণ্ট পূর্ব্বে যে প্রণালীতে দরবার নির্ব্বাহ করিবেন বিবেচনা করেন এখন নানা বিভ্রাটে সে প্রণালীর পরিবর্ত্তন করিয়া থাকিবেন। কিন্তু এই রূপ বিপদ কালে গবর্ণমেণ্ট যদি দরবারের নিমিত্ত মুক্ত হস্তে ব্যয় করিতে শঙ্কা বোধ করেন তাহা হইলে এখন ইহা রহিত করিতে হয়। এই রূপ বৃহৎ ব্যবহারের অনুষ্ঠান করিয়া যদি অর্থের নিমিত্ত গবর্ণমেণ্ট কোন রূপ ত্রুটি করেন যজ্ঞপণ্ড হইবে। যাঁহারা বিবেচনা করেন যে দরবারের আয়োজন যত দূর অগ্রসর হইয়াছে তাহাতে এখন স্থগিত করিলে গবর্ণমেণ্টের কলঙ্ক হইবে বোধ হয় তাহাদের ভ্রম হইতেছে। দেশের মধ্যে এই হাহাকার উঠিয়াছে, গবর্ণমেণ্ট যদি ইহা উপেক্ষা করিয়া দরবারের নিমিত্ত আনন্দ উৎসব করেন তাহা হইলে প্রকৃত কলঙ্ক হইবে। প্রজার কষ্ট নিবারণের নিমিত্ত দরবার বন্ধ করিলে কলঙ্ক হইবে না। ইংরাজেরা এরূপ কাজ করিবেন যাহার নিমিত্ত তাহাদের অবিনশ্বর যশ হইবে।

—ইংলিশম্যান সম্বাদ পাইয়াছেন যে গত ঝড়ে গোয়ালন্দে অন্যূন ৫০ হাজার টাকার দ্রব্য জলমগ্ন হইয়া গিয়াছে। গত ঝড়ে যে কি সর্ব্বনাশ হইয়াছে তাহা এখনও আমরা অনুভবও করিতে পারিতেছি না।

—প্রথম গবর্ণমেণ্ট সাহস করিয়া এদেশীয় সিপাহীদিগের হস্তে স্নাইডার বন্দুক প্রদান করেন না। ক্রমে ভারতবর্ষের সৈনিক বিভাগের উন্নতির প্রয়োজন হয় এবং যত রুশেরা ভারতবর্ষের সন্নিকটে আগমন করে তত গবর্ণমেণ্ট এদেশীয় সৈন্যদিগকে অধিক বিশ্বাস করিতে থাকেন। এখন পর্য্যন্ত এদেশীয় ১৬টি সৈন্যদলে স্নাইডার বন্দুক অর্পণ করা হইয়াছিল না। গবর্ণমেণ্ট তাহাদিগকে অবিলম্বে স্নাইডার বন্দুক অর্পণ করিবার নিমিত্ত আজ্ঞা দিয়াছেন। পাইওনিয়ার এই সম্বাদটি প্রকাশ করিয়াছেন। পাইওনিয়ার আরো লিখিয়াছেন, গবর্ণমেণ্ট ১৫ হাজার এদেশীয় সৈন্য মিশর দেশে প্রেরণের নিমিত্ত সমুদয় আয়োজন করিয়া বসিয়া আছেন। গবর্ণমেণ্ট পূর্ব্বে যে ১৬টি সৈন্য দলস্থ সিপাহীকে বিশ্বাস করিয়াছিলেন না, ইউরোপের বর্ত্তমান গোল যোগে বোধ হয় গবর্ণমেণ্ট তাহাদিগকে বিশ্বাস করিতে বাধ্য হইয়াছেন। বিপদ কালে লোকে বন্ধু চিনে। বিধাতা না করেন কিন্তু যদি ভারতবর্ষস্থ ইংরাজেরা কোন কালে বিপদাপন্ন হন তাহা হইলে তাঁহারা বুঝিবেন যে এদেশীয়দিগের প্রতি তাহারা কি রূপ তাচ্ছীল্য প্রদর্শন করিয়াছেন। সিপাহী যুদ্ধের সময় তাঁহারা ইহার একবার বিশেষ পরিচয় প্রাপ্ত হন কিন্তু মনুষ্যের স্বভাব যে বিপদের কথা অনেক দিন মনে থাকে না বিশেষতঃ ইংরাজদিগের সঙ্গে আমাদের যে রূপ সম্বন্ধ তাহাতে তাহাদের বিপদের কথা মনে রাখা তত স্বার্থ নহে। রুশেরা ভারতবর্ষের প্রান্ত পর্য্যন্ত যদি অধিকার করিতে পারেন তাহা হইলে গবর্ণমেণ্টের উদ্বেগের বৃদ্ধি হইবে তাহার কোন ভুল নাই কিন্তু সেই সঙ্গে একটী উপকার হইবে তাহারা এদেশীয়দিগের উপর অনেক নির্ভর করিতে শিক্ষা করিবেন এবং যত দিন তাঁহারা আমাদের উপর নির্ভর করিতে শিক্ষা না করিবেন তত দিন তাঁহারা ভারতবর্ষে বদ্ধমূল হইতে পারিবেন না।

—দরবারের দিন ১লা জানুয়ারি স্থির হইয়াছে। কমশিনারেরা নাকি এই দরবারে কর্ত্তৃত্ব করিবেন। নিজ কলিকাতাতেও একটি দরবার হইবে। দিল্লির নিচেই কলিকাতার দরবারে অধিক আমোদ হইবে। কলিকাতার দরবার টাউনহলে হইবে। কলিকাতার নূতন পোলিস কমিশনার মেঠকাফ সাহেব দরবারের কর্ত্তৃত্ব করিবেন।

—ফ্রান্সে বাতের একটি নূতন ঔষধ প্রচলিত হইয়াছে। এই ঔষধটী এই। বাতে শরীরের যে স্থান আক্রমণ করে সেই স্থানের চর্ম্মের নিম্নে শীতল জল পিচকিরি দ্বারা প্রবিষ্ট করাইলে বাতের যন্ত্রণা নিমিষে দূর হইবে। এমন কি এই রূপ জল প্রবিষ্ট করাইয়া অনেকের দীর্ঘকালের কমর্কি বেদনা আরোগ্য হইয়াছে।

—সোলাপুর হইতে বোম্বে টাইমসের সম্বাদদাতা দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে তারে এই সম্বাদ পাঠান। "চারি দিন না খেতে পাইয়া একটী ছয় বৎসরের বালিকা প্রাণ ত্যাগ করিয়াছে। গত রাত্রে একটী স্ত্রীলোক অনাহারে প্রাণ ত্যাগ করিয়াছে। আমার বাস স্থানের নিকট একটী লোক অনাহারে যন্ত্রণা সহ্য করিতে না পারিয়া ঘুরিয়া পড়িয়া যায়। পড়িয়া তাহার সম্মুখের চারিটি দাঁত ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। সে এখন চিকিৎসালয়ে মুমূর্ষ অবস্থায় পতিত রহিয়াছে। তাহার স্ত্রী এবং একটি শিশু সন্তান অনাহারে ও জ্বরে তাহার পার্শ্বে ত্রাহি ২ করিতেছে। আর এক জন হিন্দু অনাহারে মরিয়াছে। ওয়ালি নানক স্থানে অনেক লোকের অনাহারে মৃত্যু হইয়াছে। শ্যামশূর পুর নামক স্থানে ৪০ জন দুই মন আহারীর দ্রব্য লুঠ করিয়া লইয়া গিয়াছে। অদ্য রাত্রে মাঠের মধ্যে ১৬৭ জন অনাহারে শয়ন করিয়া রহিয়াছে। ইংরাজের রাজ্য হইতে লোক ক্রমাগত নিজামের রাজ্যে গমন করিতেছে। দশ জন মসেল অদ্য এখানে উপস্থিত হইয়াছে। ইহারা মহিষ ও গোরু লইয়া নিজামের রাজ্যে গমন করিবে তাহাই বলিতে এখানে আসিয়াছে। তাহারা সর্ব্বস্ব বিক্রয় করিয়া তাহাদের মহিষ ও গোরুকে আহারীয় যোগাইয়াছে। আজ দুই দিন গোরু কিছুমাত্র খাইতে পায় নাই। ৭০ জন মসেল নিজামের রাজ্যে গমন করিয়াছে আর ৫০ জন গমনোন্মুখ হইয়াছে। এ দেশ হইতে ৪০ হাজার গোরু মহিষ নিজামের রাজ্যে প্রেরিত হইয়াছে।

—দিল্লির দরবার চিত্র করিবার নিমিত্ত কেবল প্রিন্সেক এক লক্ষ টাকা পাইবেন না। তিনি পাথেয় সমেত ৬০ হাজার টাকা পাইবেন। এই চিত্রটী বোধ হয় ইংলণ্ডের প্রেরিত হইবে এবং যেখানে লোকে দেখিতে পারে সেখানে প্রকাশ্য রূপে রাখা হইবে। চিত্রে দরবার কি রূপে সুসজ্জিত হইয়াছিল তাহা চিত্রিত হইবে। কিন্তু গবর্ণমেণ্টের বোধ হয় তাহা দেখোন তত উদ্দেশ্য হইবে না। তাহারা এই চিত্র দ্বারা ইংলিশ গবর্ণমেণ্টের ধন সম্পত্তি দেখাইবেন না। গবর্ণমেণ্টের প্রভুত্ব দেখাইবেন। গবর্ণর জেনারেল কি রূপে ইম্পিরিয়েল সিংহাশনে আরূঢ় হইয়া বসিয়াছেন এবং ভারতবর্ষির সহস্র ২ লোক গল লগ্ন কৃত বাস হইয়া তাহাকে প্রজা করিতেছে ভারতবর্ষির যে সমুদয় রাজাদিগের প্রতাপে এক দিন ভারতবর্ষ কম্পিত তাহারা কি রূপ কর যোড় করিয়া গবর্ণর জেনারেলকে ভয়ে স্তুতি করিয়া বলিতেছে প্রভু আমার প্রতি প্রসন্ন হও, যে রাজপুত জাতির স্বাধীনতার নিমিত্ত স্বহস্তে পুত্র কলত্র অগ্নি কুণ্ডে নিক্ষেপ করে তাহারা ইংরাজদিগের পরাক্রমে কি রূপ কম্পিত কলেবর হইয়া ইম্পিরিয়েল সিংহাশনের সম্মুখে জয় এম্পেরস অব ইণ্ডিয়ার জয় নিনাদে ভূমিকম্পন করিতেছে। নিজাম, গাইকোয়াড়, সিন্দিয়া হলকর প্রভৃতি রাজারা গল লগ্ন কৃতবাসে গবর্ণমেণ্টের স্তুতি ও ধ্যানে মগ্ন হইয়াছেন, ইংরাজ জাতি কি রূপ সর্ব্বত্র প্রাধান্য দেখাইতেছেন এবং যাহার উপর ইহারা প্রসন্ন হইয়াছেন তাহারাই আপনাকে সার্থক মনে করিতেছে এই সমুদয় ব্যপার গুলি চিত্রে উজ্জ্বলরূপে চিত্রিত হইবে। এই চিত্র দ্বারা ইংলণ্ড মনে করিতেছেন রূশ সম্রাটকে ভয় প্রদর্শন করাইবেন, ইউরোপে ইংরাজ জাতি যদি কিছু অপদস্থ হইয়া থাকেন তাহা আবার প্রাপ্ত হইবেন।

প্রেরিত।

চন্দন নগর।

আজ কিছু দিবস গত হইল কলিকাতা হইতে জনৈক জুয়োচোর অনেক টাকা লইয়া চন্দন নগরে পালাইয়া আইসে। এখানেও অনেক টাকা জুয়াচুরি করে, ক্রমে সহরের কতিপয় ধনী লোক সর্ব্ব সাধারণের অনিষ্ট-শঙ্কায় একেবারে মাননীয় গবর্ণর সাহেবের নিকট দরখাস্ত দেন। তাহাতে গবর্ণর সাহেব মাজিষ্ট্রেটের উপর হুকুম দেন, যে দ্বাদশ ঘটিকার মধ্যে উহাকে গ্রেপ্তার করিতে না পারিলে, তোমায় কর্ম্ম ত্যাগ করিতে হইবে। মাজিষ্ট্রেট অনেক অনুসন্ধানের পর উহাকে জনৈক সাহেবের বাটিতে দেখিতে পান। তাহার পর উহাকে পুলিশে চালান দেন, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় যে ঐ জুয়াচোর পুলিসে গিয়া নিম্ন লিখিত প্রকারে মাননীয় গবর্ণর সাহেবকে দরখাস্ত দেন। যথা জুয়াচোর বদমায়েস প্রভৃতিকে গ্রেপ্তার করিবার কারণ পুলিশ আছে, আপনি গবর্ণর হইয়া কেন জুয়াচোর ধরিতে আজ্ঞা দিলেন, আমি আপনকার সহিত মকর্দ্দমা করিব। তাহাতে গবর্ণর সাহেব প্রত্যুত্তর দিলেন, যে পাছে পাহারওয়ালারা ঘুস খাইয়া তোমায় গোপন করে, সেই হেতু আমি হুকুম দিয়াছি। আর যদ্যপি তুমি মকর্দ্দমা করিতে ইচ্ছুক থাক, কর। কিন্তু ঐ জুয়াচোর পণ্ডিচারীতে মকর্দ্দমা করিতে চাহিয়া ছিল, ইহাতে বিশেষ জানা যাইতেছে যে, ইংরাজেরা যেমন দোষ থাকুক বা না থাকুক স্বজাতির পক্ষ অবলম্বন করেন, পাছে ফরাশীশ কোর্ট গবর্ণর সাহেবের পক্ষ অবলম্বন করেন সেই ভয়েতে ঐ ব্যক্তি উক্ত স্থানে মকর্দ্দমা করিতে চাহিয়াছিল। সম্পাদক মহাশয় আমাদের সৌভাগ্য বশতঃই হউক বা ফরাশীশদের অনুগ্রহ বশতঃই হউক, আমরা কখন অন্যায় বিচার দেখি নাই। সে যাহা হউক তাহার পর ঐ জুয়াচোর উকীল প্রবর মেঃ সুবোল সাহেবকে লইয়া পণ্ডিচারী যায়, সেখানে মকর্দ্দমায় হারিয়া কোথায় যে পলায়ন করিল তাহার ঠিক নাই। সম্পাদক মহাশয় ইহাতে কি চন্দন নগরের গবর্ণর সাহেবের মানের লাঘব হইয়াছে? কখনই না, যিনি প্রজার হিতের জন্য স্বীয় মানাপমান দেখেন না তিনি গুরু অপেক্ষা সহস্র গুণে শ্রেষ্ঠ। সম্পাদক মহাশয় সকলই মনে করিতে পারেন, যে আমি ফ্রেঞ্চ গবর্ণমেণ্টের প্রজা হইয়াই তৎপক্ষের সুখ্যাতি করিতেছি, কিন্তু তাঁহাদের জানা উচিত যে আমি ও এক জন (নিগার নেটীব) তবে বিধর্ম্মী রাজার রাজ্যে বাস করিয়া আমার সুখ্যাতি করিবার আবশ্যক কি?

চন্দননগর কুদে নাড়ুয়া ২৬।৭।৮৩। } বশম্বদ শ্রীপূর্ণচন্দ্র ঘোষাল

হুগলি জেলার মধ্যে অনেক স্থানে পথের কষ্ট বহুকাল হইতেই আছে কিন্তু ঐ কষ্ট নিবারণের উপায় না থাকায় এত দিন নিস্তব্ধ ছিলাম। পথকর হওয়ায় মনে অত্যন্ত আহ্লাদ হইয় ছিল যে এত দিনের পর বোধ করি আমাদের ঐ কষ্ট দূর হইবে কিন্তু এক্ষণে আমাদিগকে সে আশায় কতকটা নৈরাশ হইতে হইয়াছে। প্রায় ২ বৎসর পথকর আদায় হইতেছে এমন কি প্রতি গ্রামে ২।৩০০ টাকা ফিঃ কোয়াটারে আদায় হইতেছে তত্রাচ সামান্য ব্যয়ে যে সকল পথ প্রস্তুত করিলে অনেক লোকের দুঃখ নিবারণ হয় সে দিকে কমিটী দৃষ্টিপাত করেন না। বৈঁচি ষ্টেসন হইতে গুড়োপ নামক গ্রাম পর্য্যন্ত একী কাঁচা রাস্তা আছে ঐ রাস্তায় পালকী, গরুর গাড়ী প্রভৃতি সর্ব্বদা যাতায়াত করায় লোকের গমনাগমনের ও বাণিজ্যের অনেক সুবিধা হইয়াছে কিন্তু গুড়োপ হইতে ২।৩ মাইল পথ এত কদর্য্য ও দুর্গম পথ আছে তাহাতে গমনাগমনের ও বাণিজ্যের এত দূর অসুবিধা ও এত কষ্টদায়ক যে তাহা বর্ণনা করা দুসাধ্য। সে পথ মনে হইলে সহজেই ত্রাস হয়। ঐ ২।৩ মাইল মধ্যে ঘিয়া নামক একটী ক্ষুদ্র নদী প্রবাহিত আছে তাহার উপর একটী পুল আবশ্যক, অবশিষ্ট স্থানের মধ্যে২ বড় জঙ্গল আছে ঐ জঙ্গল নবাবী আমোল হইতে আছে উহা তক্তি খাঁয়ের জঙ্গল নামে বিখ্যাত। কৃষকদিগের দ্বারা ক্রমে উহা ক্ষয় প্রাপ্ত হওয়ায় আমাদের এত দূর দুর্গতি হইয়াছে। এক্ষণে যদি কমিটী অনুগ্রহ করিয়া ঐ ২।৩ মাইল পথ গুড়োপ হইতে রহিয়া, চোঁপা, মৌবেণীয়া নামক গ্রামের মধ্য দিয়া অর্থাৎ যথায় ২ পূর্ব্বোক্ত তক্তিখাঁয়ের জঙ্গল আছে তথা হইয়া ধন্যাখালী হইতে যে কাঁচা রাস্তা হইয়াছে, তাহাতে মিলিয়া দেন তাহা হইলে আমাদের বিশেষ উপকার হয়। উপরিউক্ত জঙ্গল স্থানে২ থাকায় অতি কম ব্যয়ে পথটী প্রস্তুত হইতে পারে এবং অনেক লোকের যাতায়াতের ও বাণিজ্যের বিশেষ সুবিধা হয় এবং আমরা আহ্লাদ পূর্ব্বক পথকর দিয়া সন্তুষ্ট থাকি। যত দিন আমাদের ঐ সুবিধা না হইবে তত দিন আমরা বিবেচনা করিব যে গবর্ণমেণ্টে আমাদের নিকট হইতে জুলুম করিয়া কতক অর্থ সংগ্রহ করিতেছেন। আমরা কয়েক বার দরখাস্ত করিয়া হতাশ হইয়াছি, এজন্য অমৃত বাজারে লিখিয়া দেখি যেহেতু শুনিয়াছি যে পত্রিকা খানি গবর্ণমেণ্টের গোচর হয় এজন্য আমরা আর একবার গবর্ণমেণ্টের নিকট কাঁদিয়া দেখি যদি আমাদের রোদন দেখিয়া গবর্ণমেণ্ট এ কষ্ট নিবারণ করেন।

সাং চোঁপা। জেলা হুগলী। } একান্ত বশম্বদ শ্রীনীলমাধব মজুমদার।

অকপট চিত্ত।

রথ যাত্রা চড়ক ইত্যাদি হিন্দু পর্ব্ব ইংরাজদিগের কি অনিষ্ট করিতেছিল যে তাঁহারা খড়্গ হস্তে সেই সমুদায় নিবারণ করিয়া দিলেন। তাঁহাদের আয় এবং প্রভুত্বের ত কিছু মাত্র ব্যাঘাত করে নাই। গরিব নিরুৎসাহ অসুখী লোকেরা বৎসরান্তে এক২ দিন দশ পাচ জন একত্রে মিলিয় দুই তিন ঘণ্টার জন্য কথঞ্চিৎ চির দুঃখ বিস্মৃত হইত তাহাতে অন্যের কি ক্ষতি ছিল? ও! তা বলিলে কি হয়। চড়ক ফোড়া বান ফোড়া অতি কদর্য্য অসভ্য ব্যবহার, ইহা দ্বারা প্রাণ হানির সম্ভাবনা এবং ইহা শরীরে পীড়া দায়ক। সুতরাং সাহেবের কোমল হৃদয় স্পর্শ করিল। সুনীত সুসভ্য ন্যায়বান ধর্ম্ম ভীরু প্রজা বৎসল ইংরাজ আর সহ্য করিতে না পারিয়া প্রবল বেগে দয়া অস্ত্র প্রয়োগ পূর্ব্বক রহিত করিয়া দিলেন। আমরা অসভ্য মূঢ় মনুষ্য, ইংরাজের দয়া অস্ত্রের জ্বালায় অস্থির। বাণ কি চড়ক ফুড়িয়া নর হত্যা হওয়ার সংবাদ আমরা কখন শুনি নাই। যদিই কখন ও হইয়া থাকে, তবে দৈবাৎ দুই একটা। এই নিমিত্ত চড়ক ও বাণ এক কালে বল পূর্ব্বক রহিত করা হইয়াছে। রথের ও অবস্থা সেই রূপ। আর দুই এক বৎসরের মধ্যেই সম্পূর্ণ রূপে বন্ধ হইয়া যাইবে। এখন ও ইঞ্জিয়ার সঙ্গে লইয়া মাজিষ্ট্রেট ভাঙ্গা ফুটার তদন্ত করিতেছেন। সত্বরেই এক্সাপিডিএণ্ট হইবে যে একটা কনষ্টিটিউশনেল নিয়ম করা হইবার আবশ্যক যে যে হেতুম নেটিব শিল্প নির্ম্মিত অসম্বন্ধ কাষ্টযুক্ত বৃহৎ বৃহৎ কাষ্ট গুণ স্প্রিংহীন চাকা দ্বারা ঘর্ষিত হয় তাহাতে মনুষ্যের জীবনের বিপদ আশঙ্কা, অতএব লোকের মিথ্যা ধর্ম্মের কুসংস্কারের ও উৎসবের প্রতি বিঘ্ন না করিয়া রথ টানা রহিত করা যায়। পুলিশ এবং স্থানীয় কর্ম্মচারীগণ বিশেষ দৃষ্টি রাখেন।

যাহা হউক, এই রূপ চির প্রচলিত রীতি সকল উঠাইবার উদ্দেশ্য কি? - দয়া। ইংরাজেরা কোন মতেই সহিতে পারেন না যে তাঁহাদের মূর্খ কৃষ্ণ প্রজার কষ্ট পায় অথবা মারা যায়। আমাদের নিজের ইচ্ছা নাই যে সেই সকল উঠিয়া যায়, কিন্তু তাহা হইলে কি হয়। তাঁহাদের কদাচই এমন ইচ্ছা নহে যে আমাদের কোন প্রকারে অনিষ্ট হয়। আমরা এমনই অবোধ যে আনন্দ সহকারে বিপদে যাইতে আগ্রহ করি, কিন্তু আমাদের করুণাময় রাজারা তাহা করিতে দিবেন না এমন দয়া কি আর আছে। সভ্য করাও একটা উদ্দেশ্য বটে। যে হেতুক পূর্ব্ব দেশীয় নর জন্তুদিগকে সভ্য করিবার জন্যই কেবল তাঁহাদের এ তকষ্ট পূর্ব্বক তিন হাজার ক্রোশ সমুদ্র উল্লঘন করিয়া আসা। নচেৎ তাঁহাদের এখানে এই অতি কদর্য্য দেশে নিতান্ত অস্বাস্থ্যকর জল বায়ুতে শরীর ও মন কষ্ট করিবার কোন প্রয়োজন ছিল না। তাঁহারা নিরাকাংক্ষী ধার্ম্মিক মনুষ্য। তাঁহারা আমাদের দুঃখ দেখিতে পারেন না? তবে তাঁহাদের অভিপ্রায় ও অভিসন্ধি মহান্ হইলেও আমাদের কৃষ্ণ অদৃষ্টের দোষে সকলই বিপরীত হইয়া যায়। আমাদের মহা প্রভুরা আমাদিগকে গলা টিপিয়া সভ্য না করিলে আমাদের প্রাণটা বাঁচে। বৎসরান্তে এক এক দিন উৎসাহ উল্লাস এবং উৎসব করিতে দেওয়াও রাজ নীতি বিরুদ্ধ। তাহাতে ও কিছু সজীবতা রহিয়া যায় অতএব তাহা অবশ্যই নিবারণ করিতে হইবে। উৎসব বড় ভয়ানক দ্রব্য। ইহা দ্বারা মানসিক বৃত্তি সকল উত্তেজিত হয়। সেটী বড় দোষের কথা।।

ভাল আমাদের উৎসবের সময় তাঁহারা আমাদের স্বাধীন প্রবৃত্তি রহিত করেন, কিন্তু আমাদের নিকট ডবল ব্যবসায় করিয়া মদ বিক্রয় দ্বারা যে শত শত নিরীহ মনুষ্যকে মদ খাইতে শিখাইয়া অকালে তাহাদের প্রাণ নাশ করিতেছেন, তাহা কেন নিবারণ করেন না। তখন স্বাধীন প্রবৃত্তি ও ব্যবসায়ের প্রতি হস্ত ক্ষেপ কেন করেন না। ইহাতেও তাঁহাদের অভিপ্রায় ভাল, তবে আমাদের কপাল মন্দ।

ভাল, আমাদের উৎসবের সঙ্গে ত ধর্ম্মের সম্পর্ক আছে, ইংরাজদের ঘোড় দৌড় ও অন্যান্য আমোদে যে নর হত্যা হয় এবং লোকের হস্ত পদ ভাঙ্গে, সেই সকল বিষয়ে কেন উৎসাহ। যে মহা পুরুষেরা প্রচণ্ড কোপে আমাদের উৎসব ধ্বংশ করেন, তাঁহারাই যে আমোদ পূর্ব্বক ঐ সকল লেখা লেখেন। ইহার মানে কি? সকলই অতি চমৎকার ব্যাপার। ইহার গূঢ় ও তাৎপর্য্য আমাদের বুদ্ধির অগোচর।

বিজ্ঞাপন।

IMPERIAL ASSEMBLAGE.

For sale at Delhi.

A roomy Palkee Garry Calcutta made in first rate order with a pair of handsome chestnutmares, 14 hands, fast tratters and very quiet, with a set of harness.

Price of turnout Rs. 1,200

Also a very fast chestnut waler gelding E. C. Brand 15½ high, 8 years old a first rate saddle and Buggy orse and has been used as a charger.

Price Rs. 800.

Apply to A. B. care of Post Master. Allahabad.

	মূল্য	ডাক মাশুল
হোমিওপেথিক ঔষধ গুণ সংগ্রহ (মেটিরিয়া মেডিকা)	১।০	৵০
ঐ প্রথম চিকিৎসা	৷৵০	৴০

এই পুস্তক গৃহস্থ ও শিক্ষার্থীদের পক্ষে উপযোগী, ১ নং মির্জাপুর ষ্ট্রিট শ্রীবিহারিলাল বসুর নিকট পাওয়া যায়।

নিষ্কর ভুমি রেজিষ্টরী করণ বিষয়ক

১৮৭৬ সালের ৭ আইন।

মুল্য..............................৷৵০ মাশুল......৴০

কলিকাতা চিৎপুর রোড়। ৩১৯ নং বটতলা। } শ্রীনৃত্যলাল শীল!

শ্রীলশ্রীযুক্ত মহারাজাধিরাজ বর্দ্ধমান প্রদেশাধিপতি বাহাদুরের

অনুমোদিত ও অনুজ্ঞাত

শ্রীচন্দ্রকিশোরসেনকবিরাজের

আয়ুর্বেবদোক্ত ঔষধালয়

১৪৬ নং লোয়ার চিৎপুর রোড ফৌজদারী বালাখানা, কলিকাতা।

উপরোক্ত ঔষধালয়ে আয়ুর্ব্বেদ অর্থাৎ বাঙ্গলা মতের সর্ব্বপ্রকার রোগের নানাবিধ অকৃত্রিম ঔষধ, তৈল, ঘৃত ও পাচনাদি সুলভ মুল্যে সর্ব্বদা প্রস্তুত প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং জনৈক উপযুক্ত চিকিৎসক সর্ব্বদা তথায় উপস্থিত থাকিয়া ব্যবস্থা করিয়া ঔষধাদি প্রদান করেন।

কোষবৃদ্ধি (একশীরা) পীড়ার মহৌষধ।

এই কষ্টকর পীড়া যদি এক বৎসরের অনধিক কাল মধ্যে সমুদ্ভুত হইয়া থাকে তাহা হইলে নিশ্চয়ই এই মহৌষধ এক কৌটা মাত্র সেবন করিলে সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়। এই পীড়া এক বৎসরের অধিক কালের হইলে ইহা কিঞ্চিৎ ব্যাপক কাল সেবনেই নিঃশেষ আরোগ্য হয়। এই ঔষধ কয়েক দিবস সেবনেই জ্বর, দৌর্ব্বল্য প্রভৃতি উপদ্রব সকল দূরীকৃত হয়। এই ব্যাধি কর্ত্তৃক সর্ব্বদা যে পুরুষত্বের হানি হইয়া থাকে তাহাও ইহা সেবনে বিশিষ্ট রূপ আরোগ্যহয়।

এক কৌটার মুল্য ২ টাকা ডাক মাশুল ।০

সুরসুন্দরীবটিকা।

(সর্ব্ব প্রকার স্ত্রীরোগের মহৌষধ।)

ইহা সেবন করিলে রক্ত ও শ্বেত প্রদর, কষ্টরজ, বাধক, রোগ বন্ধ্যা এবং অকাল প্রসব অর্থাৎ গর্ভস্রাব ইত্যাদি সর্ব্ব প্রকার স্ত্রীরোগ নিশ্চয়ই আরোগ্য হয়। এই কল্যাণকর সিদ্ধ বটিকা সর্ব্ব শরীরের রক্ত পরিষ্কার করিয়া জরায়ুর সমস্ত পীড়া নিঃশেষ আরোগ্য করে।

এক কৌটার মুল্য ২ টাকা। ডাক মাশুল ।০

ভৈষজ্য রত্নাবলী।

সুপ্রসিদ্ধ আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসাগ্রন্থ।

ইহাতে সমস্ত রোগের চিকিৎসা পথ্যাপথ্য ঔষধপ্রয়োগ ও প্রস্তুত করিবার প্রণালী বিস্তারিত রূপে লিখিত আছে। ইহা পরিবর্দ্ধিত অর্থাৎ ইহাতে চক্রদত্ত, রসেন্দ্রচিন্তামণি ও শার্ঙ্গধর প্রভৃতি বিবিধ গ্রন্থ হইতে নানাপ্রকার তৈল, ঘৃত, ধাতুঘটিত ঔষধ ও অরিষ্ট আসবাদি সন্নিবিষ্ট করিয়া মুল ও বঙ্গ ভাষায় অনুবাদ সহিত মুদ্রিত হইয়া ২ খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছে; প্রতিখণ্ডের মুল্য ৩ টাকা ডাকমাশুল ।০ আনা। আবশ্যক হইলে আমার নিকট মুল্য পাঠাইলেই প্রাপ্ত হইবেন।

শ্রীবিনোদলাল সেন গুপ্ত কবিরাজ; কর্ম্মাধ্যক্ষ।

জুলজিকেল গার্ডেন।

আলিপুর।

রাজকীয় প্রাণীবাটিকা উদ্যান।

প্রবেশের নিয়ম।

সোমবার.......................................৴০
মঙ্গলবার......................................।০
বুধবার............কেবল মেম্বরএবং দাতব্যকারী ব্যক্তিরাই প্রবেশ করিতে পারিবেন।
বৃহস্পতিবার.................................।০
শুক্রবার.......................................।০.
শনিবার..।০
রবিবার..৷০

ছিজেম টিকেট অর্থাৎ ১৮৭৭ সনের ৩০ জুন পর্য্যন্ত বুধবার ভিন্ন অন্য সকল বারে প্রবেশ করিবার টীকেট।

কেবল টীকেট গ্রহিতা গাড়ী, ঘোড়ায় চড়িয়া কি হাটীয়া প্রবেশ করিবার ফিঃ মং ২৫ টাকা

কেবল টীকেট গ্রহিতা ঘোড়ায় চড়িয়া কি হাটীয়া প্রবেশ করিবার ফিঃ মং ১৬ টাকা।

বুধবার কেবল মেম্বর অর্থাৎ যাঁহারা এক শত টাকা দান করিয়াছেন এবং ডোনার যাহারা এক সহস্র টাকা দান করিয়াছেন তাঁহাদিগের জন্য রক্ষিত থাকিবেক।

চান্দাদাতা ভিন্ন ব্যক্তিদিগের গাড়ী ও ঠিকা গাড়ী প্রতি মং ১ টাকা ঘোড়া প্রতি ।০ আনা এবং পাল্‌কি প্রতি ৷০ আনা অতিরিক্ত ফিঃ দিতে হইবে।

কল খোলা হইয়াছে। চান্দাদাতা ব্যক্তিরা ফিঃ, অর্থাৎ ফিঃ ব্যতিত এবং অপর সাধারণ ব্যক্তিরা মং ১ টাকা ফিঃ দিলে প্রবেশ করিতে পারিবেন।

প্লেসরবোর্ট অর্থাৎ বিলাসতরণীর ভাড়া প্রতি ঘণ্টায় এক টাকা মং ১.।

ইউরোপীয় এবং এতদ্দেশীয় ব্যক্তিদিগের আহারাদি করিবার গৃহ খোলা হইয়াছে।

মেম্বর এবং ডোনার অর্থাৎ দাতব্যকারী ব্যক্তিরা প্রত্যহ সপরিবারে গাড়ি নিয়া ফিঃ অর্থাৎ ফিঃ ব্যতিত প্রবেশ করিতে পারিবেন।

H. M. Tobin
Hon. Secretary.

নীল নীল নীল!

আমাদিগের হাটে নীল বটিকা বিক্রয় হয় যাঁহারা অপরাপর স্থানে বিক্রয় করেন তাঁহাদিগের নিকট প্রার্থনা করি যে তাঁহারা একবার আমাদিগের হস্তে অর্দ্ধেক ও অপরের হস্তে অর্দ্ধেক মাল দিয়া বিক্রয়ের তারতম্য বুঝিবেন। আর আমরা উচ্চ দরে বেচিতে পারিলে পরে যেন আর অপরকে দেন না। হাট খরচা টাকা শত করা এক টাকা ও বাকস এক টাকা।

শ্রীপ্রাণনাথ দত্ত এণ্ড কোং
২৭ নং পসকষ্ট্রীট কলিকাতা। (৪)

আলায়ানুস স্পিনিং এণ্ড উইভিং কোম্পানি লিমিটেড।

সিলক্ অর্থাৎ রেসম বিভাগ।

এত দ্দ্বারা সর্ব্ব সাধারণকে বিজ্ঞাপন দেওয়া যাইতেছে যে, অর্ডার পাইলে আমরা যে কোন প্রকার রেসমের দ্রব্য প্রস্তুত করিয়া দিতে পারি। বিবিধ প্রকার দ্রব্য আমাদের নিকট মজুদ আছে। সেলাই করিবার রেসমের সূতা আছে। উক্ত কোম্পানির প্রধান আফিশ ৫ নং চার্চ্চ গেট, বোম্বাই। তাহাদের কলিকাতার এজেন্ট মেসর্স এন নেসুয়ানজি এণ্ড কোং, ৪৪ নং ইজারা ষ্ট্রিট। অন্যান্য বিষয় নিম্ন লিখিত ব্যক্তিদের নিকট বোম্বাইয়ে লিখিলে জানিতে পারিবেন।

তাপিদাস ব্রজদাস এণ্ড কোং।

সেক্রেটারি ও ট্রেজারার।

EAST INDIAN RAILWAY.

IMPERIAL ASSEMBLAGE AT DELHI.

On and from 1st December next, an extra Passenger Train will run daily between Allahabad and Delhi, in connection with the present Mixed Train between Howrah and Allahabad, which now terminates at Allahabad.

For further particulars, see Hand-bills in course of circulation.

Horses and Carriages will not be conveyed by any of the Fast Mail Trains running between Howrah, Allahabad, Jubbulpore, and Delhi, from 1st December to 31st January next; they will be conveyed by the Mixed Trains, and early arrangements should be made for their despatch.

During the month of December and up to 15th January, the Company will probably be unable, owing to pressure of traffic, to comply with demands for reserved accommodation.

BRADFORD LESLIE,
Agent & Chief Engineer.

Calcutta, 31st Oct., 1876.

ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে।

দিল্লীর রাজ সভা।

আগামী ১ লা ডিসেম্বর হইতে আরোহীদিগের নিমিত্ত এক খানি অতিরিক্ত ট্রেন প্রত্যহ এলাহাবাদ হইতে দিল্লী পর্য্যন্ত গমনাগমন করিবেক, আর হাবড়া ও এলাহাবাদের মধ্যবর্ত্তী যে মিশ্রিত ট্রেন এলাহাবাদে গিয়া শেষ হইয়াছে তাহার সহিত ইহার যোগ থাকিবে।

ঐ সম্বন্ধে যে "হেণ্ড বিল" প্রকাশিত হইতেছে তাহাতে অন্যান্য বিষয় সকল জ্ঞাত হওয়া যাইবে।

১ লা ডিসেম্বর হইতে ৩১ শে জানুয়ারি পর্য্যন্ত হাবড়া, এলাহাবাদ, জব্বলপুর এবং দিল্লীর মধ্যবর্ত্তী কোন দ্রুত মেলট্রেন মধ্যে ঘোড়া কিম্বা গাড়ী যাইতে পারিবেক না। ঘোড়া ও গাড়া মিশ্রিত ট্রেনে লওয়া হইবে ও যাহাদের প্রয়োজন তাহাদের ইহার শীঘ্র বন্দোবস্ত করা উচিত।

ডিসেম্বর মাস হইতে ১৫ই জানুয়ারি পর্য্যন্ত বাণিজ্যভার প্রযুক্ত রেলওয়ে কোম্পানি স্বভাবতঃ বিশেষ স্থান দিতে পারিবেন না।

BRADFORD LESLIE.
Agent and Chief Engineer.
ব্রাডফোড, লেসলী
এজেন্ট ও চিফ ইঞ্জিনিয়ার

কলিকাতা ৪ঠা নবেম্বর ১৮৭৬।

☞ এই পত্রিকা কলিকাতা, বাগবাজর আনন্দ চন্দ্র চাটুর্য্যের গলি ২ নং বাটী হইতে প্রতি বৃহস্পতিবার শ্রীচন্দ্র নাথরায়দ্বারা প্রকাশিত হয়।